Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান—পাঁচ টাকা

৭১ তম বর্ষ

দশম সংখ্যা

মাঘ ১৪১৬

সঙ্ঘসাথী

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহায়
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার।"

[সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ হইতে প্রকাশিত সত্যসঙ্ঘের মুখপত্র]

সম্পাদক :

সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমৈত্রেয় প্রতিম বড়ুয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
সরস্বতীর বন্দনা	—	শ্রীতারাচরণ	৫৫৭
জগতের জ্যোতিষ	...	ডঃ লোকরঞ্জন গুহ	৫৫৮
দক্ষিণ ভারতে মা সরস্বতী	...	শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ	৫৬২
শ্রীপঞ্চমী	...	অধ্যাপক শ্রীমুরারী মোহন বেদান্তাদি তীর্থশাস্ত্রী	৫৬৩
শ্রীমদ্ ভাগবত-সার	—	প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)	৫৬৫
বাণী নয় রূপবাণী	...	শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত	৫৬৭
বঙ্কিমচন্দ্র সন্নিধানে রবীন্দ্রনাথ	...	শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল	৫৭০
এই যে ধুলা আমার না এ	...	মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত	৫৭৪
অপার করুণাময়ী মা আমার	...	শ্রীমতী উমা সরকার	৫৭৭
মহাভারতের শাশ্বত কথা	...	শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)	৫৮১
Meditation—the need for it	...	Dr. A. K. Bandyopadhyay	৫৮৪
কবিতামালা			
সিদ্ধিদাতা বিনায়ক সম্পূজন	...	কবিরত্ন সুধীর গুপ্ত (প্রয়াত)	৫৮৭
ভাবের অঙ্কুর থেকে	...	নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫৮৭
জীবন কি আর শুধুই যাপন	...	সুনীতি মুখোপাধ্যায়	৫৮৮
অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	...	ডঃ অভিনব গুপ্ত	৫৮৯
শিশুভারতী			
'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ জয় শ্রীমাসারদা'	...	যূথিকা সিন্‌হা	৫৮৯
বীরবলের গল্প	—	শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত (সাহিত্যভারতী)	৫৯-
হারানো সাথী	...		৫৯১
বিশেষ সংবাদ	...		৫৯১
মঠের সংবাদ	...		৫৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজ্ঘসাথী

"সত্যমন্ত্র হে মানব কর রে গ্রহণ, সত্যই মঙ্গলপ্রসূ শান্তির কারণ।"

একসপ্ততিতম বর্ষ | মাঘ ১৪১৬ | দশম সংখ্যা

সরস্বতীর বন্দনা

শ্রীতারাচরণ

বিদ্যার আধার তুমি ভারতী রূপেতে।
বীণা করে লইয়াছ সংসার সৃজিতে॥
শ্বেতবর্ণে বিভাসিত রূপের মাধুরী।
দিব্যদৃষ্টি কর বসি মরাল উপরি॥
বীণা ঝঙ্কারিছ তুমি দিবস শর্ব্বরী।
নিখিল জগৎ তাতে রাখ মুগ্ধ করি॥
প্রতি শব্দে আছে তব নামের বর্ণন।
শব্দেতে রচনা কর গুণের কথন॥

অজ্ঞানেরে জ্ঞানদান করিছ জননী।
তোমার আলোকছটা ঘুচাক রজনী।
অন্ধকে দাও চক্ষু জ্ঞানকণা দানে।
বোবাকে প্রকাশ কর তব শব্দ গানে॥
বিদ্যাবলে নর সদা সবার প্রধান।
বিদ্যাহীন লোক হয় পশুর সমান॥
বীণাপাণি নাম তব বীণা হস্তে লয়ে।
সাহিত্য কলায় গানে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের জ্যোতিষ

ডঃ লোকরঞ্জন গুহ

জগতের জ্যোতিষ ব্যাষ্টির জ্যোতিষ নয়, বরং সমষ্টির জ্যোতিষ তথা জাতির জ্যোতিষ (Mundane Astrology) এখানেও রাশিচক্রাদি বর্তমান তবে তা কোন এক দেশের জন্মস্থান, জন্মক্ষণকে কেন্দ্র করে, জাতক দেশের জন্মরাশির ২য় স্থান, ঐ দেশের সম্পদ, দেনা - পাওনার স্থান। সপ্তম (৭ম) স্থান, ব্যাষ্টি জাতকের যেমন জায়া ভাব; দেশের ক্ষেত্রে তা বিদেশ নীতির, আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্র।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন দেশের রাশিচক্র যা কিনা মার্কিনদেশীয় জ্যোতিষবিদ্ Evangeline Adams ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও বিতর্কিত স্বাভাবিক ভাবেই, স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল ধরা হয়েছে 3 03 A M—4th July —1776 এই গুরুত্বপূর্ণক্ষণে লগ্ন (লং) ছিল মিথুন রাশিতে (Geminizodiac Sign এ) :— যার বৈশিষ্ট্য নিরলতা, চঞ্চলতা ও বহুমুখীতা, লগ্নপতি, বুধ এর কার্য্য ব্যবসায় ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তির ভূমিকায়, বাজার মুখীতায়। এই একই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ যখন লগ্ন (Ascendant), মিথুন রাশিতে বর্তমান, তখন তেরটা বৃটিশ অধিকৃত কলোনী (Colony) বৃটিশরাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উদ্ধত মিথুন লগ্নের এই প্রত্যাবর্তন 1860-তে মঙ্গলগ্রহ ও শনি গ্রহের সহিত সহবস্থান। ফলস্বরূপ মার্কিন দেশের উত্তর রাজ্যসমূহের সহিত দক্ষিণ রাজ্যের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ (Civil War) এবং পুনরায় 1942 তে (Mars) মঙ্গলগ্রহ ও Uranus ইউরেনাস গ্রহের সহিত মিথুন লগ্নের সহবস্থানের ফসল স্বরূপ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিনমুলুক অঙ্গাঙ্গীভাবে, রক্তাক্ত ভাবে জড়িত। এছাড়াও ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কৃত হয় 1781 এ 3 ফলদান প্রদত: আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে 1776 এ 3 বর্তমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণ। Pluto প্লুটো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 1930-এ ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনায় আণবিক বোমা আবিষ্কারে তার ফল প্রদান স্মরণীয়। অন্যদিকে নেপচুন (Neptune) গ্রহের বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতার উদ্রেক ও জগতজুড়ে সেই মানসিক ভাবধারায় প্রভাব বিস্তার। জগতের জ্যোতিষে আর এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে শনি ও বৃহস্পতির সহবস্থান, যা কিনা ঘটে ২০ বছর অন্তর অন্তর। এই শনি ও বৃহস্পতির সহবস্থনের ফসল রূপ, পৃথিবীর ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য থেকেই আমরা পাই শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) ও আধুনিক বস্তুবাদের (Consumerism) বা Materialism এর জোয়ার, যার গতি সীমিত হয়েছে নেপচুন প্রভাবিত আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতিপ্রবাহে।

ধর্মাবতার যীশুর জন্মক্ষণ ও এই গ্রহদ্বয়ের সহাবস্থান মীন রাশিতে সাংকেতিক ভাবে তাই অনুমতে (যাদের গণনা Shifting Vernal Equinox around 21st March কেন্দ্রিক অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের গতিমান সন্ধিক্ষণ ভিত্তিক) খ্রীষ্ট ধর্মাবতার যাশুকে দেখান হয়— "মৃত মেষ (Ram of Aries) স্কন্ধে ও জ্যান্ত মৎস (Fishes of Pisces) হস্তে অর্থাৎ জগতের জ্যোতিষ ক্ষণে মেষ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশকালীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম ও দশম খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে রবি, সিংহ রাশি পতি হিসাবে ঐ Vernal Equinox এ কার্য্যকরতঃ সে যুগ হয়ে দাড়ায় সূর্য উপাসনার যুগ ও সূর্যবংশীর রাজত্বকাল, অষ্টম খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে কর্কট রাশির যুগ, কর্কটরাশি জলরাশি হওয়ায় সে যুগ মহাপ্লাবনের যুগ (Age of Great Deluge) এবং রাশির অধিপতি চন্দ্র হওয়ায় চন্দ্র বংশীর রাজত্বের যুগ। অতঃপর মিথুন নর যুগকাল ৬ষ্ঠ থেকে ৭র্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী অবধি। অধিপতি বুধের প্রভাবে যোগাযোগ ব্যাবস্থার, লেখনীর প্রাচুর্য্য এই যুগে। এর পরবর্তী অধ্যায় ২য় খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী পর্য্যন্ত বৃষ রাশির যুগ। ফলস্বরূপ (Bull, Golden Calf Worship) বা বৃষপূজা, বাছুর পূজা এ যুগের লক্ষণীয় ঘটনা। বৃষ রাশি স্থির ও পৃথ্বিঃ (Fixed and Earth sign) হওয়ার জন্য (Pyramid) পিরামিড সভ্যতার সূচনা। এর পর মেষ রাশিতে (Ram Worship) মেষ পূজা এবং উপরোক্ত ভাবেও মীন (মৎস রাশি Pisces) রাশিতে নূতন যুগারম্ভ ১ম খৃষ্টাব্দের (1 A D) শুরু খ্রীষ্টের জন্মের সাথে সাথে। এই দ্বাত্মক রাশির যুগের বৈশিষ্ট্য হল নিঃস্বার্থপরতা ও অন্যের প্রতি সেবা ভাব—য স্বয়ং খ্রীষ্ট ও তাঁর মৎসজীবি (Fishermen) অনুগামী-দের দ্বারা প্রচারিত খৃষ্ট ধর্মের মূল বক্তব্য স্বরূপ এবং জ্যোতিষ গণনায় বিপরীত গুহ হিসাবে (Virgo) কন্যারাশির বৈশিষ্ট্য কৌমার্য (Virginity)-এর প্রভাব এ যুগে প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্মে পরিস্ফুট। এছাড়া মীন রাশি জল রাশি তাই এ খ্রীষ্টযুগ গোলযোগ পূর্ণ ও আবেগ প্রবণতার যুগ।

এবার পালা 2000 AD খ্রীষ্টাব্দ থেকে কুম্ভ রাশির যুগ শুরু। তাই বর্তমান যুগ সৃষ্টি, ধর্ম, কর্ম ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের যুগ ; স্থির ও বায়ুরাশির যুগ। জলদ কুম্ভের ন্যায় জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে একে অপরকে সেবা করার সার্বজনীন ভাতৃত্ব (Universal Brother hood) মনো-ভাবের যুগ। J V Priestly এর "Saturn Over Waters" গণনায় ও রাশি কুম্ভর এই পর্বে শক্তি, তান্ত্রিক, তপস্বী, সন্ন্যাসীগণ দ্বারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বব্যাপী প্লাবনে ভারত-বর্ষের চতুর্দিকে জয়জয়কার পূর্বঘোষিত।

এত গেল আশার বাণী আগামীদিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র এ যেন সত্য যুগের সূচনাপর্ব, কিন্তু সমস্যাটা হল, এই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যুগের স্বাগত জানানোর পূর্বে হয়ত বা এক ভীষণ ভয়াবহ, কোলাহল গোলযোগ পূর্ণ, যুদ্ধ বহুল, বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম অবশ্যম্ভাবী সমগ্র মানব জাতিরই সম্মুখে, অন্ততঃ এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জগতের জ্যোতিষের সর্বোজ্জ্বল নক্ষত্র ফরাসী দেশের চিকিৎসক জাতির নস্ত্র দামুর (Naustradaumus) এর দৃষ্টিতে। এমনকি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ও এই সুর কখনও কখনও পরিলক্ষিত—এমন কি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

গত ১১ই সেপ্টেম্বরে ২০০১ সালের কালো ইতিহাস পূর্ব থেকেই ঘোষিত, অশুভ গ্রহ গণের সহাবস্থান ও সংশ্লেষ বিচার গণনায় বিশেষতঃ মঙ্গল ও শনির এবং মঙ্গল ও রাহুর এই যোগ ভয়াবহ ঘটনা প্রদানকারী হিসাবে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ ও তার অবশ্যম্ভাবী দমন অভিযান স্পষ্টভাবে সূচিত। এই সাবধান বাণী শুধুমাত্র ভারতীয় গণনায় সীমিত নয়, শোনা যায় পবিত্র কোরাণ গ্রন্থমতে 2000A D

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় থেকে 'কেয়ামত' অর্থাৎ ধ্বংস লীলার প্রলয় কাল আরম্ভ। নস্ত্রাদামুর 400 বছর আগে এ ঘোষণা ছাড়াও আনুসঙ্গিক অশুভ ঘটনাবলীও অনেকটাই (Details এ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণীত। যেমন অশুভ শনিগ্রহ মেষে প্রবেশ করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং তাতে পৃথিবীর অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মানুষ বিশেষতঃ ভারতের অধিকতম সংখ্যায় বিনাশ আশঙ্কিত। গৃধিনী ও শৃগাল দ্বারা যে সকল মৃতদেহ সৎকার হবে, উপযুক্ত কর্মীর অভাবে, তবে তিনি এও প্রকাশ করেছেন যে জগতবাসী এই আসন্ন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতেও পারেন সঠিক মাসবার, দুরদর্শিতার মত পথ অবলম্বন করে। শনিগ্রহ মেষে প্রবেশ তাই 1998 সালের April মাস হতে শনিগ্রহ মেষ রাশিতে গমন করলে ঐ ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের শুরু। এবং এর সাথে সাথে শনির মহাজাগতিক দশাবর্ষ কাল প্রায় ১ হাজার বর্ষকাল হিসেব করলে দেখা যায় এই অশুভ সময় বিগত প্রায় ও অতীব শুভক্ষণ আসন্ন।

তবে হ্যাঁ, ভারতবর্ষের রাশি মকর রাশি তাই মকর রাশির পক্ষে অধিপতি গ্রহ হিসাবে শনির প্রভাব অন্য দেশের তুলনায় আরও মারাত্মক ও ব্যাপক। এছাড়াও শনি ম্লেচ্ছ গ্রহ ও তমোগুণ সম্পন্ন। অশুভ শনি ম্লেচ্ছ দ্বারা প্রভাবিত ও তার দাসত্ব মানে এক্ষেত্রে পরাধীনতা, শূদ্র প্রাধান্য, ক্লেশ, ব্যাধি, অপুষ্টি, বিঘ্ন, কঠোরতা, ভিন্ন দেশীয় ভাষা ও শিক্ষা ও অন্যান্য অশুভ সংকেত যুক্ত। তাই বিগত ১ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ শনির মহাজাগতিক দশাবর্ষের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পরাধীনতা, অসম্মান, দরিদ্রতা, আত্মবিস্মৃতি কেবলই যেন ভারতের ভাগ্যে পতিত, কলুষিত। শনির মহাজাগতিক দশাবর্ষের শুরুতেই বর্বর বাবর কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস মোঘল সাম্রাজ্যের অনুকুল পথে পর্যবসিত। যদিও এরই সাথে সাথে এই ধ্বংস লীলার অন্তে সমান্তরাল ভাবে আগামী উজ্জ্বল সৃষ্টির যুগবীজ বর্ণিত। প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখি—একদা মহান ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের হাল পূর্ণধারণ করতঃ বহু মহাযোগী, মহাপুরুষের ঘন ঘন আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। জগতের জ্যোতিষ গণনায় আগামী 2007 সাল থেকে শুরু হবে এক নূতন উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বুধের মহাজাগতিক দশাবর্ষ কালের আরম্ভ। এই বুধ জাতক ভারতবর্ষের জন্ম রাশির নবম স্থানীয় ভাগ্যাধিপতি গ্রহ। অতএব অসাধারণ মেধা, সুনিপুণ কারিগরী, আবিষ্কার, বাণিজ্য, বেদান্ত শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিচার-বিশ্লেষণ, অনুমান শক্তির প্রবল ব্যাপক বিকাশ—এ সবই শুভগ্রহ বুধের কারকতায়। ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল যাত্রার তুঙ্গী অবস্থা 2022 সালে ও পরিণতি 2037 সালে।

আগামী ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল ত্রিরঙ্গা পতাকাকে উত্থিত করতে ও পুনরায় ভারতকে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানে উন্নীত করতে এক "মহান মহানায়কের" আবির্ভাব নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎ বাণীতে পরিস্ফুট :—

সর্বশেষ ঋষি মহাদার্শনিক, মহাযোগী, শ্রী অরবিন্দের দূরদৃষ্টিতে ঠিক এক নয়; এবার এই সুবর্ণ যুগের দরকার হবে বহু অবতারের আবির্ভাব। মহাদেশ প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের বর্তমান অধঃপতন যেমন সবযুগের গভীরতম, ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনই আগামী আসন্ন অবশ্যম্ভাবী মহাউত্থানের তুলনায় প্রাচীন উত্থান সমূহ গোষ্পদের তুল্য।

এ যুগে, এই ঘোর কলির ঘন অন্ধকারময় যুগে ভগবান অধিক পূর্ণভাবে ও পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হবেন; তাই মনে হয়, ভারতের এই আসন্ন মহা উত্থান পর্ব আর ব্যষ্টিগত নয় বরং একনায়ক কেন্দ্রিক হলেও যেন গোষ্ঠিগত এবং তা সামুদ্রিক ভাবে (Holistic) হলেও তা হবে মূলতঃ আধ্যাত্মিক ভাবের মহা আন্দোলনের মাধ্যমে, —যার পরিণতি;

"কর্মে মহান, ধর্মে মহান ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ—এ জগৎ সভায় ও পুনবার, এ পুরাতন পূরবে বিশ্ব কবির রবির নবদিন মণির উদয়ন। সর্ব যুগের, সর্বকালের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় উদীয়মান ভারতবর্ষের উজ্জ্বল দৃশ্যের সুলক্ষণ বাস্তবিক ভাবেই বর্তমানে সূচিত; শাসিত, পালিত ও ক্রমবর্দ্ধিত; যদিও বিগত শতাব্দীর হাজার বছরের অন্ধকারময় চিহ্ন স্বরূপ - দাসসুলভ মনোবৃত্তি, সংকীর্ণতা দুঃখজনক ভাবে আজও বহুল পরিমাণে বহাল তবিয়তে ভারতের বুকে বর্তমান।

With Best Compliments From :

A WELL - WISHER

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ হিন্দী থেকে অনুবাদ ॥

॥ দক্ষিণ ভারতে মা সরস্বতী ॥

মূল হিন্দী লেখক—বীনা শ্রীশ্রীমাল

বাংলা অনুবাদ—শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

[হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ' ; কোলকাতা, রবিবার, ১৪ই অক্টোবর, ২০০৭ সাল।]

শিশুর বিদ্যালয় গমনের প্রথম দিনটি পৃথিবীর সব বাবা-মার কাছেই এক আনন্দের দিন। এই শুভ কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতে বিজয়া দশমীর দিনটিকেই নির্বাচন করা হয়; কারণ ঐ অঞ্চলে এই দিন মা সরস্বতীর বিশেষ পূজো হয়। এই দিন বয়ন শিল্পী, মৃৎ শিল্পী, চিত্রশিল্পী, সাহিত্য শিল্পী, স্থাপত্য শিল্পী—সকলেই নিজ নিজ শিল্প সৃষ্টির উপকরণগুলির (রং, তুলি, আঠা, সুতো, কাগজ, পেরেক, ছেনি, বাটালি ইত্যাদি) পূজো করেন। এই দিনে বিদ্যালয়ে নব যাত্রী শিশুদের স্নানাদি করিয়ে এই উপলক্ষ্যে তৈরী করা নব বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাদের নিজ নিজ গৃহের সরস্বতী-পূজো স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের প্রত্যেককে নতুন শ্লেট, পেনসিল, বর্ণ পরিচয়ের বই এবং একটি করে উঁচু পিঁড়ি দেওয়া হয়। সেই চকমকে পিঁড়ির উপর বই, পেন্সিল ইত্যাদি সাজিয়ে রাখার পর মা সরস্বতীর পূজো বিধিমতে করা হয় এবং পূজোর শেষে নব্য শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সফলতা-কামনায় দেবীর আশীর্বাদ চাওয়া হয়। এরপর এক থালা করে 'চাল' প্রত্যেক 'হাতে খড়ি' প্রার্থী শিশুর সামনে রাখা হয়। এই 'চাল'-এর ব্যাপারটাই হলো হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। ধান জাত চাল দান পর্ব মিটে গেলে মধুর সংগীত শুরু করা হয়; মন্ত্রোচ্চারণও চলে তৎসহ। এরপর পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বা পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি নিজ হাতে শিশুর আঙ্গুল ধরে বর্ণমালার প্রথম কয়েকটি অক্ষর লিখিয়ে দেন। শিশুর হাতে খড়ি হয়ে গেল। —এই সব দীক্ষা-সংস্কার শিশুর নিজ গৃহেই সুসম্পন্ন হয়।

অতঃপর এই সব নব্য শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ পরিবারের পছন্দের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে যায়। বিজয়া দশমীর দিন দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা থাকে; কারণ সেদিন সেগুলির সবচেয়ে নীচু ক্লাসে হাতে খড়ি প্রাপ্ত শিশুরা ভর্তি হয়।

ধনী ও অভিজাত বংশের লোকেরা নৃত্য গীত এর সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে তাদের নব শিক্ষার্থী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। গৃহ থেকে বিদ্যালয়—এই রাস্তার পুরোটাতে তাদের হৈ চৈ, মাতামাতি দেখে মনে হয় যেন বরসহ বরযাত্রীরা যাচ্ছে। কোন হাতে খড়ি অনুষ্ঠানে এত হৈ চৈ করার কথা বোধ করি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাবতেই পারেন না। তবে দক্ষিণ ভারতের মধ্য আর নিম্নবিত্ত মানুষ সাদাসিধে ভাবেই নিজ নিজ শিশুকে ঘর থেকে পাঠশালা পর্য্যন্ত নিয়ে যান। আড়ম্বর বলতে সঙ্গে থাকে শিশুর নিজ পরিবারের সমস্ত সদস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত নব্য শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে যাবার পর শুরু হয় বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব অনুষ্ঠান। সেখানে শিক্ষকগণ নতুন-পুরোন সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সরস্বতী বন্দনা করেন। সেই মন্ত্রে বলা হয়—হে দেবী সরস্বতী, আমি তোমাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। আজ আমি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। তোমার পায়ে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাকে বিদ্যালাভে সাহায্য করো।—

বিদ্যালয়ে শিশু প্রবেশ করল। এরপর সে বিধিবদ্ধ শিক্ষার সোপানগুলি এক এক করে পেরোতে থাকবে।

শ্রীপঞ্চমী

অধ্যাপক শ্রীমুরারী মোহন বেদান্তাদি তীর্থশাস্ত্রী

আজ শ্রী পঞ্চমী, বিদ্যা বন্দনার দিন। শ্রী পঞ্চমীর উষায় বিদ্যার্থীরা বিদ্যালাভের জন্য পূজার্চনা করে থাকে।

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥
জয় জয় দেবি, চরাচর সারে।
কুচযোগ শোভিত মুক্তাহারে॥
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে।
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে॥

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মিলিত হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে বিদ্যাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। আর প্রার্থনা জানান "বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে", ইহা কিন্তু কেবল বিদ্যার্থীদের পূজো, বিদ্যার্থীরা এইদিন বাগ্‌দেবীর কাছে পুস্তকাদি সমর্পণ করেন, এমনকি সঙ্গীত শিল্পী, যন্ত্র শিল্পীরাও মায়ের কাছে যন্ত্র নিবেদন করেন ও শ্রদ্ধা জানান, বৈচিত্র এই শুধু বিদ্যার অর্চনা করলে হবে না, তার সঙ্গে লক্ষ্মীর পূজোও করতে হবে, সেইজন্যই এর নাম "শ্রী পঞ্চমী", শ্রী অর্থে লক্ষ্মী আর পঞ্চমী অর্থে বিদ্যা। এই বিশেষ দিনটি আরোও একটি বিশেষ নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। বসন্ত পঞ্চমী। বসন্ত পঞ্চমী বসন্তকালের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথি যা সাধারণত দেবী সরস্বতী বন্দনার মধ্যদিয়েই উদযাপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গৃহে ও বিদ্যাস্থানে সরস্বতী দেবীর আরাধনা হয়ে থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ওই শুভদিনে শিশুদের বিদ্যালাভের জন্য হাতে খড়ি দেওয়া হয়ে থাকে। এই শুভদিনটি বিদ্যার্থীরা গান, বাজনা, নৃত্য, আবৃত্তি প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। পূজার আধার বঙ্গ-বিহার-অসমে প্রতিমার প্রচলন। অন্যান্য প্রদেশেও দোয়াত কলম পুস্তকের উপরেও পূজোর প্রচলন আছে, তন্ত্রমতে নীল সরস্বতীর পূজারও প্রচলন দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচনাতেও বীণা পুস্তক ধারিণী, বা শ্বেত পদ্মাসনা মরাল বাহিনী দেবী পূজোর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবীর হস্তে কিন্নরী বীণা। পুরাণে আছে বীণা ধ্বনিতে শব্দ তরঙ্গের উৎপত্তি। অতএব শব্দশক্তির প্রকাশিকার জনয়িত্রী দেবী সরস্বতী। দেবী সরস্বতী বৈদিক যুগের দেবী হিসাবে পরিচিতা, বৈদিক মতে দেবী সরস্বতীর উৎপত্তি ব্রহ্মার জিহ্বা থেকে ও তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার পত্নী হিসাবে অভিষিক্তা হন। আবার কোন কোন পুরাণ মতে দেবী সরস্বতী নারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছেন। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য দেবী সরস্বতীর পূজা স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কথিত আছে সেই সরস্বতী আবার স্বামীর অভিশাপে মর্ত্যধামে সরস্বতী নদী রূপে অন্তঃসলিলা হয়ে এখনও বিরাজমানা। ঋক বেদেও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি হিমালয়ে। উৎপত্তি স্থল থেকে নদী পশ্চিমমুখী প্রবাহিত হয়ে প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই গতিপথে সরস্বতী নদী মূর্তিতে থরসুর নামক স্থানে উদগত ও আম্বালা জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং অনেক স্থলে বালুকামাধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং অনেক স্থলে বালুকার মধ্যে লুক্কায়িত, মধ্যে মধ্যে আবার দৃষ্টি গোচর হয়ে ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর বেগে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রস্থ বহুসংখ্যক মন্দিরের পার্শ্বদেশ দিয়ে কর্ণাল জেলায় এবং পাতিয়ালা রাজ্যে প্রবেশ পূর্বক পরিশেষে ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভারতীয় আর্যজাতিরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন সরস্বতীর উপকূলে। এই জন্যেই সেই আর্যজাতিরা দাবী করেন, আমরাই ভারতের প্রথম অধিবাসী। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও গৌরবে বাগেশ্বরী সরস্বতীর আমরা পূজারী, আর্য সম্প্রদায়ের প্রতীক। এখনও পাঞ্জাবে সারস্বত ব্রাহ্মণরা দেবীর পরিচয়ের গৌরব বহন করেন। তিনি রাজ্যের স্ফুরণ কর্ত্রী, রুদ্রাদি দেবগণের তিনি প্রেরণা দায়িনী, নিখিল জীবগণের শ্রবণ শক্তির উৎস, মূর্খতার দুর্ভেদ্য তিমির তাঁরই কৃপায় দূরীভূত হয় মানব জীবনে, এইজন্যে মহাকবি দণ্ডী লিখেছেন—

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্বাসনা।
গুণানুবন্ধী প্রতিভানুমুত্তমম্॥

যাঁর পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার নাই কিংবা উত্তম প্রতিভা নাই, তথাপি যে ব্যক্তি শ্রম ও যত্ন সহকারে বাগ্‌দেবীর উপাসনা করে তাকে তিনি কিছু না কিছু অনুগ্রহ করবেনই—এই বিশ্বাসই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাব আর্যত্বের দাবী রাখে। এই ভাবেই দেবী সরস্বতী বিদ্যার্থীদের মধ্যে তিনি প্রধান উপাস্য। বিদ্যারম্ভের প্রাক্কালে প্রতিটি বিদ্যার্থী এখনও উপাসনায় সরব; আজিকার এই পুণ্যদিনে প্রার্থনা জানাই বাংলার সন্তান সন্ততিরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে পুনরায় শ্রেষ্ঠতার আসন লাভ করুক এই পুণ্যভূমি ভারতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ ভাগবতসার

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০/২৬, গোপবৃন্দের আলাপ

শ্রীশুকদেব বললেন, —বৃন্দাবনের গোপগণ নন্দ মহারাজকে তাঁর পুত্রের নানা কীর্তির কথা বলতেন; —হে নন্দ, সাত বছরের ছেলে কি করে হাতে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরে রাখল? তিন মাস বয়সে এই শিশু শকট ভেঙেছে, এক বছর বয়সে সে তৃণাবর্ত দৈত্যকে নিহত করেছে, উদূখলে আটকিয়ে যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে উপড়ে ফেলেছে. বকাসুর—বৎসাসুরকে ও প্রলম্বাসুরকে দুই ভাই মিলে যমালয়ে পাঠিয়েছে, তোমার পুত্র কৃষ্ণ কালিয়কে দমন করেছে। আমরা এ সব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। এই ছেলের জন্য আমাদের আশঙ্কা হয়।

নন্দ বললেন, —তোমরা এর জন্য দুশ্চিন্তা করো না। গর্গমুনি বলেছেন:

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই বালক প্রতি যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ শরীর ধারণ করে থাকেন, এখন তিনি কৃষ্ণরূপ ধারণ করেছেন।

পূর্বে এর বাসুদেব নাম ছিল, কারণ এই বালক বসুদেবের ঘরে জন্মেছেন। গুণ ও কর্মের অনুরূপ এঁর বহু নাম আছে। এঁর ভক্তগণকে অসুরেরাও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এঁর অলৌকিক কাজে বিস্মিত হবার কিছু নেই। গর্গমুনি এই বলে গেছেন, সেই থেকে এই বালককে আমি নারায়ণের অংশ মনে করি।

নন্দের কথা শুনে ব্রজবাসীগণ আনন্দিত হলেন। ইন্দ্রকে তিনি পরাজিত করেছেন, তাঁকে নমস্কার।

১০/২৭, ইন্দ্রের স্তব

শুকদেব বললেন, —ঝড় - বৃষ্টি - বন্যা থেকে গোলোক রক্ষা পেলে স্বর্গ থেকে সুরভিকে নিয়ে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে এলেন। এসে ইন্দ্র বললেন, হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার স্বরূপ শান্ত, সর্বজ্ঞ, রজ - তমগুণ বর্জীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। আপনার কিছুই প্রয়োজন নেই, কোন লোভ নেই তথাপি আপনি ধর্মরক্ষা ও খল - নিগ্রহের জন্য দণ্ড ধারণ করছেন। আপনি জগতের পিতা, উপদেষ্টা, অধীশ্বর. আমার মত অজ্ঞগণ নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করে, আপনি তাদের যথার্থ জ্ঞান দান করে সত্য পথ দেখান। আপনি সর্বভূতে আত্মা, আপনি আমার প্রেরণাদাতা। আমি ঈশ্বর, গুরু, আত্মারূপী আপনার শরণাগত হলাম।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, —হে মহেন্দ্র, তোমার অহংকার নষ্ট করে তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়েছি।

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥

ঐশ্বর্যমদে অন্ধ ব্যক্তি শাস্তিদাতা আমাকে ভুলে যায়, তখন আমি যার প্রতি অনুগ্রহ করি তাকে আগে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট করি।

হে ইন্দ্র, এখন তুমি স্বর্গে যাও, গিয়ে নিরহঙ্কার হয়ে নিজের অধিকারে আগের মত অবস্থান কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন সুরভি বললেন—হে কৃষ্ণ, আমরা আমাদের প্রভু ইন্দ্রের সঙ্গে নিহত হয়েও আপনার দ্বারা রক্ষা পেলাম। হে জগৎপতি, ব্রহ্মা আমাদের পাঠিয়েছেন, এখন আপনি আমাদের ইন্দ্র হবেন। পরে সুরভি নিজের দুগ্ধ দিয়ে ও দেব মাতৃবর্গ দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঐরাবতের শুঁড় দিয়ে আকাশগঙ্গার জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করলেন ও গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন। গাভীগণ পয়োধারা দিয়ে ধরাকে আর্দ্র করছিল। নদ নদী বৃক্ষ লতা সবই তখন মধুক্ষরণ করতে লাগল। দেববৃন্দে পরিবৃত দেবরাজ এভাবে গো ও গোকুল পতি গোবিন্দকে অভিষেক করে স্বর্গে চলে গেলেন।

১০/২৮, নন্দহরণ

শুকদেব বললেন, —হে রাজন্, একদিন গোপরাজ নন্দ একাদশীর উপবাস করে জনার্দ্দনের পূজা-শেষে দ্বাদশীতে যমুনার জলে নামলেন। অরুণোদয় আগে জলে নেমেছিলেন। আসুরী বেলায় স্নানের অপরাধে বরুণের একজন ভৃত্য তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। নন্দকে না দেখে গোপগণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বরুণ পিতাকে হরণ করে নিয়েছেন শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে গেলেন। বরুণ তাঁকে নিজের স্থানে দেখে আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। বরুণ প্রভুকে বললেন, —হে কৃষ্ণ, আমার ভৃত্য না বুঝে এ কাজ করেছে, আপনি তাকে ক্ষমা করুণ। আমার অতি সৌভাগ্য যে তারই ফলে আপনি আমার আলয়ে এসেছেন।

বরুণের কথায় শ্রীকৃষ্ণ খুশি হলেন এবং পিতাকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে এলেন। গোপগণ আনন্দিত হলেন। লোকপাল বরুণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করছিলেন সেসব কাহিনী নন্দ সবিস্তারে জ্ঞাতি-বন্ধুবর্গের মধ্যে বললেন। তখন গোপগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মেনে নিলেন এবং তাঁরা ভাবলেন, ভগবান অবশ্যই আমাদের ইচ্ছামত মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা করে দেবেন। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়স্বজন গণের সংকল্প কি করে সিদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। মহাকারুনিক বিভু ইহলোকের জীবগণের অবিদ্যা কাটিয়ে গোপগণকে প্রকৃতির পর ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়েছিলেন।

পূর্বে অক্রূর ব্রহ্মহ্রদে ব্রহ্মদর্শন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে সেখানে নিয়ে চান করিয়ে তুললেন। সেখানেই তাঁরা ব্রহ্মলোক দর্শন করেন। নন্দাদি গোপবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করে পরমানন্দে নির্বৃত হয়েছিলেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেছিলেন, তা দেখে গোপগণ বিস্মিতও হয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার।
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার॥"

শ্রীতারাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাণী নয় রূপবাণী

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বীরেশ্বরানন্দজী মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—'আমাদের এই সঙ্ঘে মায়ের দান অপরিসীম। মা না থাকলে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্র থাকতেন কিনা সন্দেহ। হয়তো তাঁরা বাইরে গিয়ে তপস্যায় সারা জীবন কাটাতেন। মায়ের ভালবাসা তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছিল। তাছাড়া মা যখন গয়া গিয়েছিলেন। বোধগয়ায় মঠ দেখে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর ছেলেদের এই রকম একটি মঠ হয়, যেখানে তারা একসঙ্গে থাকতে পারে। আজ এই যে মঠ মিশন দেখছেন। এ সবই মায়ের সেই প্রার্থনার ফল। আর মা যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে. স্বামীজীকে বুঝেছিলেন। বাস্তবিকই অন্য আর কারো পক্ষে সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে সাধারণ গ্রাম্য মহিলা বলে মনে হলেও সব কিছু বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপূর্ব। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে সাধুদের দ্বারা সেবাকার্যের প্রবর্তন করলেন। তখন অনেকেরই তাঁর গুরুভাইদের ভেতরও অনেকেরই মনে হয়েছিল, এটা পাশ্চাত্যের ভাব, ঠাকুরের ভাব নয়। অবশ্য তাঁর গুরু ভাইরা স্বামীজীর ভাবই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কথাটা রয়ে গেল। মাষ্টার মশায়ও এই ভাব পোষণ করতেন। মাষ্টার মশায়ের কথা শুনে এই নিয়ে উদ্বোধনের কোন কোন সাধু ব্রহ্মচারীর ভেতরও সন্দেহ এল। তখন তাঁরা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন, মাষ্টার যা বলে বলুক। নরেন যা করছে সেইটাই ঠাকুরের ভাব। তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন। এই যে উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, বই ছাপা হচ্ছে—এসবই ঠাকুরের কাজ? মা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এ সবই ঠাকুরের কাজ। এই বলে তিনি এক কথায় স্বামীজীর আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ, মূলমন্ত্রটির সমর্থন করলেন। মা যখন কাশী যান, সেবাশ্রমের নিকটেই একটি বাড়িতে থাকতেন। একদিন সেবাশ্রম দেখতে যান। ফিরে এসে বলে দিলেন, হাসপাতাল দেখে এলাম। দেখলাম ঠাকুর ওখানে বিরাজমান। সর্বত্রই ঠাকুর। সেবাশ্রম দেখে ফিরে এসে মা সেবাশ্রমের জন্য দশ টাকার একখানি নোট পাঠিয়েছিলেন। সে নোট খানি আজও রক্ষিত আছে। এভাবে সংঘের বহু প্রশ্নের মীমাংসা মা করে দিয়েছেন।

(ঐ পৃ ১—২)

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন। শ্রীশ্রীমা আমাদের কি দিয়ে গেলেন। তা একটু দেখা যাক। এমনিতে তাঁর জীবনের ভেতর কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করে গেছেন অবশ্য তার ভেতর একটা মাধুর্য ছিল। আমরা প্রথমে তা ধরতে পারিনি। শ্রীশ্রী মায়ের কথা ১ম ও ২য় ভাগ যখন বেরুল। দুটো ভাগই পড়ে ফেললাম। একজন ভদ্রমহিলা প্রতিদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে সারাদিনের ঘটনাগুলি লিখে রেখেছিলেন; ১ম ভাগে সেই কথাই, মায়ের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিই বেশি। ২য় ভাগে মায়ের উপদেশই বেশি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুখানি বই পড়ে আমি ২য় ভাগটিকে বেশি পছন্দ করেছিলাম। ১ম ভাগে সবই ভাল, কিন্তু ওর ভেতর কি বিশেষত্ব আছে, তা তখন বুঝিনি, কিন্তু বইগুলি যখন ইংরাজীতে অনুদিত হয়ে আমেরিকায় গেল। সেখানকার মেয়েরা সবাই প্রথম ভাগটিকে পছন্দ করলেন বেশি। নিজেদের যে জীবনাদর্শ, তাতে তাঁরা শান্তি পাচ্ছিলেন না। ভারতবর্ষের মেয়েরা আগে কিভাবে জীবনযাপন করতেন সেইটি তাঁরা খুঁজছিলেন। মায়ের জীবনে সেইটি পেয়ে গেলেন। শান্তি লাভের পথ খুঁজে পেলেন। সেজন্য ১ম ভাগটি তাঁদের এত ভাল লাগে।' (ঐ পৃ ১)

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই একবার এক রাজার বিরোধ হলো। লড়াই করতে হবে। সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য বহু রাজার কাছে সাহায্য চাইতে গেলেন। কিন্তু কেউ তাঁর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়তে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন। তুমি কি পাগল? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে যাব? অনেক দেবতার কাছে গেলেন। কিন্তু দেবতারাও একইভাবে অসম্মতি জানালেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিও বললেন, বাবা, তুমি যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ, তাঁর সঙ্গে তো আমরা যুদ্ধ করতে পারব না। এভাবে স্বর্গ-মর্ত ঘুরে কোথাও তিনি আশ্রয় পেলেন না। শেষে একদিন তিনি সুভদ্রার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সুভদ্রা তখন নদীতে স্নান করে ফিরছিলেন। সেই রাজা সুভদ্রার কাছে সব কথা বললেন। শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলেন। বীরহৃদয়ে ক্ষত্রিয়রমণী সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। গৃহে ফিরে পাণ্ডবদের কাছে বললেন, ইনি শরণাগত হয়েছিলেন। এঁকে আশ্রয় দিয়েছি। পাণ্ডবরা জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে এঁর বিরোধ। সুভদ্রা বললেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। শুনে পাণ্ডবরা বললেন, এ কি বলছ তুমি! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ। তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব কি? আর যুদ্ধ করলেও কি জিতব? তাছাড়া এ লোকটির জন্য আমরা এসব করতে যাবই বা কেন? শুনে সুভদ্রা বললেন, তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্। এই কি তোমাদের ক্ষাত্র বীর্য? যে শরণাগত, তাঁকে আশ্রয় দেওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্যে দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ করবে না কেন—হলেই বা তিনি সুহৃদ? আর হেরে যাওয়ার ভয়ে যুদ্ধ করতে চাইছ না? ভয়ে আশ্রয় দিতে চাইছ না? তাহলে তোমরা কিসের ক্ষত্রিয়? তোমাদের ধিক। সুভদ্রার এই কথা শুনে পাণ্ডবগণ রাজাকে আশ্রয় দিলেন।

মেয়েদের ভেতর এরকম ক্ষত্রিয়ের ভাব যদি না জাগে, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে কি করে? ভারত তাহলে রক্ষা পাবে কি করে? স্বামীজী বলেছেন, আবার ক্ষাত্রবীর্য না জাগলে দেশের কোন উন্নতি হবে না। মিলিটারিতে যোগ দেওয়াই হোক বা সাধু হওয়াই হোক। দুয়ের পিছনে রয়েছে ত্যাগ। স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের উন্নতির জন্যই হোক বা দেশরক্ষার জন্যই হোক ছেলেবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের যদি সে রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে ঠিক হবে। এ শিক্ষা মায়েরাই দিতে পারবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরেশ্বরানন্দজী মায়েদের কাছে আবেদন করেছেন ছেলে মেয়েদের ত্যাগের পথে যেতে বাধা দেবেন না। বরং ত্যাগের আদর্শে উৎসাহিত করবেন। ত্যাগের মতো পরম কল্যাণ আর কিসে হতে পারে। দেশের যুব শক্তিকে লক্ষ্য করে স্বামীজীকে বলছেন তোমার দেশের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য ত্যাগ ও সেবাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। দেশ সেবা, সমাজ সেবা, সমগ্র মানব জাতির সেবায় ত্যাগই মূলমন্ত্র। ত্যাগ যুগধর্ম। মা ও স্বামীজীকে সঙ্গে এনে ঠাকুর জীবনে তা-ই দেখিয়ে গেলেন।

(ঐ পৃষ্ঠা ৩—৪)

বীরেশ্বরানন্দজী (প্রভু মহারাজ) তখন বাংলা জানতেন না, তাই তাঁর মনে দুঃখ ছিল। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সুন্দর এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন জয়রামবাটি থেকে ১৯১৭ সালের ৪ঠা জুন তারিখে। শ্রীশ্রীমার চিঠি :

My Dear Prabhu,

Your letter is to hand. I remember you, my darling, very well. I am very glad to hear that you have become a Sadhu and taken Brahmcharya from Rakhal, my favourite son. You should not come to me now. Carry out the order of Rakhal. I hope you shall be able to over come all such difficulties by His (Thakur's) grace. Pray to Him, and He will favour you Try to meditate yourself everyday regularly, and you will progress gradully. Don't be downcast, My boy. I am very glad to learn that the new Math (at Madras) has been opened I hope that it will be completed well in time.

I am well. I bless you affectionately, you should write to me whenever you want, Do not be sorry become your do not know Bengali.

With blessings to you and all my sons of the Math.

I remain
My dear child
your
Holy Mother

P S your may write in English, but write clearly.

ইংরেজীতে লেখা এই চিঠিখানি বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্কিমচন্দ্র সন্নিধানে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৯২তে রাজশাহীতে জেলাজজ হ'য়ে এসেছেন লোকেন পালিত। প্রথমবার বিলেতে গিয়ে আলাপ হয়, পরে সেই আলাপ থেকে গভীর বন্ধুত্ব, সাহিত্য সখা, কবি এসেছেন তাঁর কাছে। এখানকারই কোনও এ্যাসোসিয়েশন কবিকে শিক্ষা সম্বন্ধে যাকিছু প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এবং পাঠ করলেন তাঁর শিক্ষা প্রসঙ্গে লেখা প্রথম প্রবন্ধ "শিক্ষার হেরফের।" প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট বললেন দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ছাড়া শিক্ষা সর্বব্যাপী হতেই পারে না। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কবি চিরদিন বলে এসেছেন, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রথম থেকেই মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। আবশ্যিক পাঠের সঙ্গে স্বাধীন পাঠ না মেশালে ছাত্র ভাল ক'রে মানুষ হতে পারে না সেই স্বাধীন পাঠ মাতৃভাষায় না হ'লে পড়া নিরানন্দময় হয়। আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে গ্রহণ ও ধারণাশক্তি বাড়ে, চিন্তাশক্তি বল লাভ করে। "শিক্ষার হেরফের"এর এই সকল মতপোষণ ও প্রকাশ সে যুগের পক্ষে সাহসী পদক্ষেপ। প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন—একবার নয় প্রবন্ধটি তিনি দুবার পাঠ করেছেন "প্রতি ছত্রে আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে"

ঐ বছরই কবি লোকেন পালিতকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ "আমার ত' মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি নভেল যত বড় হওয়া উচিৎ তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজী নভেলিষ্টদের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেননি, তাহলে বড় অসহ্য হ'য়ে উঠত। এক একটা ইংরাজী নভেলে এত অতিরিক্ত বেশী কথা, বেশী ঘটনা, বেশী লোক যে আমার মনে হয় ওটা সাহিত্যের একটা বর্বরতা। ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়, সৌন্দর্য দেখে মানুষ খুশী হয়।" আমরা দেখছি বাংলার প্রথম শ্রেণীর দুই নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক উভয়ে উভয়ের রচনা বিষয়ে কত শ্রদ্ধাশীল।

১৮৯২-৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে রবিবাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দ মোহন বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন ক'রে চিঠি লেখেন। আনন্দ মোহনের চিঠিটি কবি প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সিণ্ডিকেটের ওপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। চিঠিতে সে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি ছাপতে সঙ্কুচিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ইচ্ছা করলে ওটাও ছাপতে পারেন আমার কোনও আপত্তি নেই।

১৮৯৩ থেকে সাধনা পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা সুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম প্রবন্ধ এই বিষয়ে "ইংরেজ ও ভারতবাসী"। এর আগে মন্ত্রী অভিষেক নামে একটি প্রবন্ধ পাঠের তিক্ত অভিজ্ঞতা কবিকে এজাতীয় রচনা লেখা থেকে বিরত রেখেছিল। চৈতন্য লাইব্রেরী সম্পাদক গৌরহরি সেনের অবিশ্রাম উত্তেজনায়, অনুরোধে অবশেষে আবার রাজনীতি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হ'ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্য লাইব্রেরী ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরী ক্লাবের উদ্যোগে জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ ইন্‌স্টিটিউশনে কবি সেটি পাঠ করেন। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধটি রাজনীতির সমালোচনা বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আগে শোনাতে হ'য়েছিল। যুবক রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির সমালোচনা সিডিশনের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের। এই প্রবন্ধ পাঠের পর কবি বিশ্রামের জন্য যান কার্মাটারে, ১৮৯৩ সালের অগাষ্টে। সেখান থেকে প্রমথ চৌধুরীকে পত্র লেখেন, "আমার খুব ইচ্ছে ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময়ে কোলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না। আমি একলা অসহায়ভাবে বসে বসে ঐ লেখা নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্তন সংশোধন করেছিলুম এবং শেষ পর্যন্ত ঐ লেখাটার ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হ'য়েছিল। তাঁর প্রশংসা বাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।' এটিই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জনসমাবেশে উপস্থিতি। এরপর থেকে ধীরে ধীরে তিনি মারাত্মক বহুমুত্র রোগের প্রবলতার শিকার হ'য়ে পড়েন।

১৯৩০ সাল, ৩০শে মাঘ রবিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪। অসুস্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখতে গেলেন শ্রীশচন্দ্র। স্নেহের শেষ নিদর্শন স্বরূপ একখণ্ড পুস্তক রাজসিংহ (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮৯৩) উপহার দিলেন সমালোচনার জন্য। বঙ্কিমের অন্তিম ইচ্ছানুসারে শ্রীশচন্দ্র বইটি রবীন্দ্রনাথকে দিলেন। কোলকাতায় বইটি হারিয়ে যায়। কবি লিখেছেন, চোর ধরার চেষ্টাও করিনি, পাছে আমার নিকট আত্মীয় কোনও ধরা পড়েন। ফাল্গুনের শেষের দিকে পাতিসর যাচ্ছিলেন কবি ট্রেনে ক'রে। পথে বইটি পড়লেন। কবি বলছেন একাকী নির্জনতায় বাইরের ধূধূ মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে বইটি কোলকাতায় বসে পড়ার চেয়ে বেশী উপভোগ করতে পেরেছিলেন। সমালোচনাটি ছাপা হয় চৈত্র সংখ্যা সাধনা (প্রকাশ, ১৭ই চৈত্র)। মরণান্তিক পীড়ায় সাহিত্য সম্রাটের মৃত্যু হয় ২৬শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল, ১৮৯৪)। তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

১৬ই বৈশাখ ১৩০১, ২৮শে এপ্রিল ১৮৯৪ চৈতন্য লাইব্রেরী ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরী সোসাইটির উদ্যোগে ষ্টার থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্র" নামের বহুখ্যাত প্রবন্ধটি, অধুনা আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত। "যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মানে আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই। আবার এখনকার নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা, আমাদেরও তেমন বয়ঃসন্ধির কাল। বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্বর্তিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশাখে শোকসভা উদ্‌যাপন হ'ল; সাধনা জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের অতিদীর্ঘ, অতি বিখ্যাত কবিতা মৃত্যুর পরে—আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে···প্রকাশ হোল। কোনও উল্লেখ নেই, কোনও প্রমাণ নেই তবু সেকী বঙ্কিম প্রয়াণ উপলক্ষে? বিশেষতঃ প্রকাশ যবেই হোক কবিতাটি লেখা হোল ৫ই বৈশাখ ১৩০১—বঙ্কিম চলে গেলেন ২৬শে চৈত্র ১৩০০।

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলনীর কার্যবিবরণী থেকে রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটি উদ্ধার করা হয়েছে (৮ই আষাঢ় ১৩৩১) "আমি আজকে এই সভাতে আসার জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহামোহপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলুম। ·····তাঁহার আহ্বান আমি দ্বিধার সঙ্গে স্বীকার করেছি। এবার বঙ্কিমবাবুর জন্মস্থানে যখন সম্মেলন হয়েছে তখন তাঁহার প্রতি যদি আমার সম্মান অর্ঘ্য দিতে পারি, তার জন্য এসেছি ·····

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যে ও ভাষায় নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন বঙ্গ দর্শন প্রথম বাহির হয়েছিল তখন আমি যুবা বা তার চাইতেও কম বয়সের, আমি প্রাণের স্বাদ পেয়েছিলাম। বাংলা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ, তখন নিতান্ত অল্প পরিসর ছিল। একলাই তিনি একশো ছিলেন। দর্শন-বিজ্ঞান-নভেল-সমালোচনা কথা প্রভৃতি সকল দিকেই তিনি অগ্রসর হ'য়েছিলেন। সে যে কত বড় কৃতিত্ব, এখন ভাল ক'রে তাহা উপলব্ধি করাও কঠিন। বাংলা ভাষা আগে বড়ো নিস্তেজ ছিল। তিনি একাই একে সতেজ ক'রে গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি ভাষার প্রথম বন্ধন মোচন করেন এবং ভগীরথের মতো বহুদূর পর্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহ প্রবাহিত করেন। তাঁহারই কৃপায় আজ আমরা এই বর্তমান আকারের ভাষা পেয়েছি। আমি ভাষার জন্য যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাও তারই কৃপায়। আমি যে আজ এখানে এসেছি তার কারণ আমার সেই অন্তরিক শ্রদ্ধা আজ সকলের সম্মুখে জানালাম। আমি যে তাঁহার কাছে কত ঋণী তাহা স্বীকার করিলাম।

ভাষার প্রাণ সকলের চাইতে বড়ো। জাতির প্রাণ অপেক্ষাও ভাষার প্রাণ বেশী বড়ো। কাজেই সেই প্রাণদানকারীকে আজ আমাদের সকলের নমস্কার।

বঙ্কিমের শতবার্ষিকীতে যুগান্তরে (৩রা আষাঢ়, ১৩৪৫) কবি লিখলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র কালের হাত থেকে আজ শত বার্ষিকের অভিবাদন গ্রহণ করছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ কীর্তিমানের খ্যাতি যে সঙ্কীর্ণ ইতিহাসের প্রাঙ্গণ সীমার বাইরে স্থান পায় না, তিনি তার প্রাচীর অতিক্রম ক'রে এসেছেন মহাকালের উদার অভ্যর্থনায় যেখানে সেটি ঘরের কোণে মাটির প্রদীপের নয়, উন্মুক্ত আকাশের। প্রায়ই দেখা যায় আধুনিক যুগ অকৃতজ্ঞ; পুরাতন দানের মূল্য লাঘব ক'রে সম্মানের দায়িত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়। আশাকরি সেই ক্ষণকালের স্পর্দ্ধিত অশ্রদ্ধা পরাভূত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে তাঁর চিরকালের অসংশয় অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

২৮শে শ্রাবণ আনন্দবাজারে লিখতেন ১৩৪৫-এ —"আমি তখন ছেলেমানুষ। অত বুঝতামও না, মানতামও না। আমি হামেশা তাঁর কাছে গিয়েছি। পটলডাঙ্গার কাছে তিনি থাকতেন। চুঁচড়োয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতেও তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। ছেলেমানুষ হলেও বঙ্কিম আমাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে যথেষ্ট প্রীতি ও স্নেহ পেয়েছি।

একটা কথা বলে শেষ করি। তার বন্দে মাতরম্ গানে আমিই প্রথম সুর দিয়ে তাঁকে শোনাই। সবটা আমি গান করি নাই। যতটা আমি সুর দিয়েছিলুম ততটা তাঁকে শুনিয়েছি। তিনি তাতে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন।"

অগ্রজের স্নেহ-প্রীতির মর্যাদা দিচ্ছেন অনুজ কবিবর শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে—

যাত্রীর মশাল চাই, রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যা পার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে
বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি'
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায়
ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দানে
আরম্ভেই যার অবসান।
সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চির চলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ
কলরোলে,
বঙ্কিম তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে
দোলে
বঙ্গ ভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

With best compliments from :

CHAKRABORTY DECOR

House of Exterior & Interior Renovations

Paint, Marble & Tile Setting, Mosaic Polish,
Aluminium Sliding, Carpentry & Interior Work

7A, Sadhu Tara Charan Road, Kolkata-700 026

Barun Chakraborty

Mobile : 98301 76852

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে ধুলো আমার না এ

মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়ি ছাড়ল। সরকারী কর্মী জনপিছু একটা শুল্ক আদায় করল। তেরো জন আর গাড়ি সমেত বোধ হয় পঞ্চাশ টাকার মতো। একই পথে ফিরছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, দ্রুত রোদ পড়ে আসছে, 'সানসেট পয়েন্ট'-এ যেতে হবে। গাড়ি ছুটে চলেছে। নামলাম এসে হিমছড়িতে। দশ টাকা করে টিকিট কাটতে হল। প্রথমে দেখলাম একটা ঝর্ণা। খুব একটা আহামরি কিছু নয়। এখন ঝর্ণা দার্জিলিং বা শিলং-এ আকছার চোখে পড়ে। পাশে আছে বিরাট সিঁড়ি — একেবারে পাহাড় চূড়া পর্যন্ত। এ দিয়ে উঠে সমুদ্রের একটা পক্ষী-চোখ-দৃশ্য পাওয়া যায়, আর সূর্যাস্তও দেখা যায়। সূর্য ডুবতে বেশি দেরী নেই বলে আমরা আর সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম না, বরং রাস্তার উল্টোদিকের সমুদ্র সৈকতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকেই সূর্যাস্ত দেখা যাবে। ড্রাইভার ক্যামেরায় ছবি তুলে দিল, এমনভাবে যে মনে হবে হাতের উপর সূর্য ধরা। সূর্য ডুবছে, আমরাও দেখছি আকাশে, দিগন্তে সমুদ্রের বুকে রঙের খেলা। ডুবছে, ডুবছে, ডুবছে—নাঃ টুপ করে সূর্যের ডুব দেওয়া দেখা গেল না। মেঘ করে ফেলেছে। একটু আধটু ঘুরে ফিরে দেখলাম কয়েকটা দোকান আছে, রেস্তরাঁ আছে, সামুদ্রিক জিনিষের পসরা আছে, আর বড় করে এক জায়গায় লেখা দেখলাম, 'শুট্‌কী মাছের দোকান।' অন্ধকার হলে জায়গাটা নিরাপদ নয়, তাই ফিরলাম। এবার গন্তব্য 'বার্মিজ্‌ মার্কেট' আর বৌদ্ধ মন্দির। শহরে এসে পড়লাম। রাস্তা আলোকিত সন্দেহ নেই, কিন্তু দূরের টিলাগুলিতে আলো নেই— গুরুত্বপূর্ণ টিলা ছাড়া। তাই বৌদ্ধ মন্দির যেতে পারলাম না। একটা টিলার উপরে জেলা শাসকের বাংলো দেখলাম, বেশ সুন্দর। ১৯৮৫-তে কক্সবাজার জেলা হয়েছে। আগে চট্টগ্রাম জেলার উপজেলা ছিল। আবার চট্টগ্রাম বিভাগের এটিই সবচেয়ে ছোট জেলা, কিন্তু মায়নমারের সীমান্তের লাগোয়া বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রধান সড়ক আরাকান রোড (একে সুজা রোডও বলা হয়) ধরে চললাম। বড় বড় হোটেলগুলো আলোয় ঝলমল করছে, ভারি সুন্দর সুন্দর সব নাম যেমন সী প্যালেস, সীল হোটেল, উর্মি ইত্যাদি আর আছে সুন্দর সুন্দর নামের রেস্তরাঁ— সুগন্ধ, সুবর্ণা, ঝাউবন, কাশবন ইত্যাদি। আমরা যে জায়গাটায় গেলাম, তার নাম ঝাউতলা, ডানদিকে আবহাওয়া অফিস, একটু এগিয়েই 'বার্মিজ্‌ মার্কেট'। পাশাপাশি চাতালের পর চাতাল—দ্বিতল, ত্রিতল। এক একটি চাতালে দুই সারি করে দোকান, মাঝে চলার রাস্তা। পোষাকের দোকানই বেশি, তবে সবরকম জিনিস-পত্রই পাওয়া যায় খেলনা, বৈদ্যুতিন সামগ্রী সব জায়গারই মতো। পোষাক-আশাকের বিশেষত্ব আছে। বার্মিজ্‌ পোষাক বলছে ওরা চাদর, বাচ্চাদের কামিজ্‌ পোষাক, বড়দের চোলি-লেহ্‌ঙ্গা। শাড়ি—সাইজ বিশেষ ধরণের। মেয়েরা তো একেবারে শাপ্‌লা খেতে পড়ল। সবারই তো মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি, নাতনি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী ফেলে কী কেনে! তা কিনলেনও সবাই, মনের সুখে। তারপর আছে পরিচিতদের উপহার দেওয়া। এক ধরণের বাদাম পাওয়া যায়। কৌটোয় ভরা। মটর দানার মত, ধূসর রঙের; ওপরের আবরণটা একটু শক্ত মতন, ভিতরে বাদামের মত শাঁস—সবশুদ্ধ খেতে হয়। এক কিলো থেকে শুরু করে একশ গ্রাম পর্যন্ত কৌটোয় পাওয়া যাচ্ছে। আর পাওয়া যাচ্ছে আচার, বিশেষ করে কুলের আচার খুবই ভালো খেতে। কুলগুলি ঠিক আমাদের কুলের মত না, আর একটু ছোট, একেবারে গোল, সারা গায়ে সুষমভাবে কোঁচকানো আর খেতে বেশ মিষ্টি। কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। লাউঞ্জে বসে চা খাচ্ছি, দেখা করতে এলেন শ্রীমৃণাল ভট্টাচার্য. ধ্রুবপ্রিয় বাবুর ভাইঝি-জামাই। এখানেই বাড়ি, আইন ব্যবসায় যুক্ত।

মৃণালবাবুর কাছে কক্সবাজার সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য জানা গেল। জায়গাটার নাম ক্যাপ্টন কক্স-এর নামে। তিনিই এখানে রাখাইন বৌদ্ধদের নিকর জমি দেন। এখানে বেশ বড় একটা অংশের মানুষ বৌদ্ধ তাই বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। তারপর মায়ানমার, তখনকার বর্মা, থেকে আসে রোহিঙ্গ জাতির মানুষেরা। এরা উপজাতীয় মানুষ। ১৯৯১ সালে আশে পাশের দ্বীপগুলি বন্যায় ডুবে যায়; সেখানকার দুর্গত মানুষেরা এখানে চলে আসে। এরা মুসলমান। এছাড়াও সব সময়ই মায়নমার থেকে মুসলমানেরা কক্স বাজারে অনুপ্রবেশ করে। আওয়ামী লিগের আমলে এদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হত, বা মাঝে মাঝে 'পুশ্ ব্যাক' করা হত। বি এন্ পির আমলে মুসলমান অনুপ্রবেশকে রুখবার কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এই অনুপ্রবেশের ফলে একদিকে যেমন আঞ্চলিক অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে তেমনি আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। কক্স বাজার সন্ধ্যের পরে খুব একটা নিরাপদ নয়, নিরাপদ নয় ভোরের দিকেও। আমরা ওখানে থাকতে কাগজেও দেখেছিলাম বড় হরফে খবর বেরিয়েছে যে 'কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতীর জিম্মি কক্স বাজারের লাখো মানুষ।' তবুও কক্সবাজারের প্রতি প্রবল আকর্ষণ পর্যটকদের। একটু অবকাশ পেলেই মানুষ কক্স বাজারে চলে আসেন। এই যে তিন দিনের ছুটি, কক্স বাজারের হোটেলে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আমরাও পেতাম না, যদি বিবেকানন্দ চৌধুরী ব্যবস্থা করে না দিতেন। বাইশে ফেব্রুয়ারীর দৈনিক 'প্রথম আলো'-তে পরে দেখেছিলাম যে এসময় ২৫০ টাকার ঘরের ভাড়া নেওয়া হয়েছে এক হাজার দুশো টাকা। সাংবাদিকেরা হোটেলের ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, ঘর পাওয়া গেছে এটাই তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। এক একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখেই দুই শতাধিক হোটেল - মোটেল গেষ্ট হাউস, বাংলো ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতীষ্ঠানে প্রায় এক লাখ পর্যটক ছিলেন। শিক্ষাসফর ও বন-ভোজনে আসেন আরো প্রায় কুড়ি হাজার পর্যটক। অনেকে জায়গা না পেয়ে টেকনাফ চলে যান। এই পর্যটন ব্যবসা কক্সবাজারের অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কক্সবাজারের মানুষের জীবিকার প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হল বন, ঝুম আর মাছ। এখান থেকে চিংড়ির পোনা সর্বত্র চালান যায়। এখানকার বিমান বন্দরটি বেশ বড়। কিন্তু যাত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহী বিমান আসে কমই। একাধিক ব্যক্তিগত মালিকানার বিমান সংস্থা আছে, তাদের বিমান শুধু এই পোনা পরিবহন করে। বিমান বন্দরে সব সময়ই এরকম কয়েকটি বিমান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচুর মাছের ভেড়ি আছে এখানে। বি - এফ্ - ডি - সি (বাংলাদেশ ফিশিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)-এর বড় অফিস লুমিয়ারডড়ায়। এর কাজ এই মৎস্য চাষের তদারকি করা। এ ছাড়া সোনার গাঁয় আছে সোনারগাঁ চিংড়ি ডেভেলপ্-মেন্ট কর্পোরেশন বহু সংখ্যক মানুষ এই মৎস্য চাষের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। কুতুবদিয়া মৎস্য চাষীদের প্রধান উপনিবেশ। এখানকার গলদাচিংড়ির আকার দেখলে অবাক হতে হয়। পাঁচশ গ্রামের বেশি ওজনের বিরাট বিরাট গাঢ় নীল রঙের গলদা চিংড়ি দেখেছি, দাঁড়াগুলি একেবারে টকটকে নীল। কক্সবাজারের আশে পাশের ছোট বাজারেও দেখেছি এমন বড় বড় চিংড়ির পসরা। আর কত রকমের যে চিংড়ি আছে তা-ও একটা দেখার ব্যাপার। কত তার রঙের বাহার, কত বিচিত্র তাদের খোলার রঙ্ বাহারী আলপনা! এখানকার লইট্যা (আমাদের এখানকার নিহাড়ি) মাছও আকারে খুবই বড়ো হয়।

এক অংশ মানুষের উপজীবিকা হচ্ছে কৃষি পাহাড়ের গায়ে ঝুমচাষ করা হয়। সব ধরণের ফসলই ফলে। বনজ সম্পদও এখানে অঢেল। তবে সব স্থানের মত এখানেও যথেচ্ছ ও অপরিণামদর্শী ব্যবহার ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশার কথা সরকারের নজরে পড়েছে এদিকে। সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে চট্টগ্রামের খ্যাতির একটা বড় ভাগীদার এই কক্সবাজার। পর্যটন শিল্পে কক্সবাজারের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। ইউনস্কো সারা পৃথিবীর পর্যটন শিল্প নিয়ে উৎসাহী। এখন বিশেষ করে কক্সবাজারের ভৌগোলিক উৎকর্ষ বিশ্ববাসীর নজরে পড়ায় ইউনেস্কো এর দিকে বিশেষ করে নজর দেবে। দিচ্ছেও। তবে যে জিনিসটা এক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকারী তা হল পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং আভ্যন্তরীন আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানো। সরকার যে এদিকে তৎপর তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি। কক্সবাজার - টেকনক্ - রাঙ্গামাটিকে একটা শৃঙ্খলে রেখে পর্যটন শিল্পকে উন্নততর দক্ষতায় বিকশিত করতে পারলে সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বিরাট প্রভাব পড়তে বাধ্য। আর একটা জিনিস জানলাম। কক্সবাজারে গ্যাসের লাইন আছে, কিন্তু লাইনের গ্যাস নেই। এখানে গ্যাস সিলিণ্ডার ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অন্যত্র লাইনের গ্যাস। মাসে ১৮০ টাকায় যথেচ্ছ গ্যাস ব্যবহার করা যায়। একজন বলছিলেন যে লোকে দেশলাই কাঠি খরচ হবার ভয়ে গ্যাসের আগুন নেভায় না।

কথায় কথায় বেশ রাত হল। মৃণালবাবু পরদিন আমাদের ওঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আমাদের তো বেলা সাড়ে বারোটায় বাস। তারপর সকালে একবার সমুদ্রসৈকত ও বাজারে যাবার ইচ্ছা। সবিনয়ে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করা হল। কিন্তু মানুষটি এতই সজ্জন এবং তাঁর অনুরোধ এতই আন্তরিক যে তাকে নিরাশ করতেও ভদ্রতায় বাধল। তখন ঠিক হল যে উনি সকাল আটটা নাগাদ সুনু ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচিদিকে নিয়ে যাবেন—ওঁরাই আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাই করেছিলেন; আর তা নিয়ে একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন পাঁচিদি। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। খুশি মনে মৃণাল বাবু বিদায় নিলেন। আমরাও উপরে উঠলাম। দুপুরের গুরুভোজের পর অনেকেরই খাবার ইচ্ছা ছিল না। কয়েকজন সামান্য খেলেন। বাকীরা মিষ্টি টিষ্টি যা ছিল, ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেলেন। ধলঘাট গুজরাব ছবি এসেছে। সবাই মিলে কিছুক্ষণ ছবি দেখলেন মেয়েরা। ঠিক হল আমরা কয়েকজন ভোরে হোটেলের কাছের সমুদ্র-সৈকতে যাব সূর্যোদয় দেখতে। ছয়টা কুড়ি নাগাদ সূর্যোদয় হবে; ঠিক হল সাড়ে পাঁচটায় উঠব। সব ব্যবস্থা করে শুতে শুতে বারোটা বেজে গেল। তা যাক। কাল যাসে তো ঘুমানো যাবে। শুধু সকালে উঠতে পারলেই হয়। এই চিন্তার মাঝখানেই ঘুমের কোলে টুপ করে ডুব।

(ক্রমশঃ)

অপার করুণাময়ী মা আমার

শ্রীমতী উমা সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাই হোক দুদিন গৌহাটীতে থাকার পর তৃতীয় দিনে আমরা সকালে ৯টা নাগাদ ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আবার University Guest House থেকে Airport এর দিকে রওনা হলাম অরুণাচল যাবো বলে। অরুণাচল Govt এর আলাদা counter এ টিকিট কিনতে হয়—সেটা আগে থেকে ওদের date জানিয়ে রাখতে হয় কারণ ওখানে Helicopter এ যেতে হয় এবং তার সংখ্যা সীমিত ২২/২৩ জন। প্রেমাশীষ দিল্লী থেকে আগেই ফোন করে জানিয়ে রেখেছিল। গৌহাটী এয়ারপোর্টের ভেতরেই খানিকটা দূরে একটু মাঠ মত জায়গায় Helicopterটা দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু গৌহাটী এয়ারপোর্টের কোন transport আমাদের সেখানে পৌঁছে দিল না। সকলেই হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে, সকলেই কম বয়সী, আমার মত এত বয়সে তো কেউ আমার মত এত বড় অভিযানের দুঃসাহস করে না। আমি তো সাধুবাবা সাধুমায়ের উপরে সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি।

বোঝা তখন হয়না ভারী
তোমায় যখন সঁপ তে পারি।
কি আশ্চর্য্য বলিহারী
আমার বোঝা তুমি বও।"

সত্যিই অদ্ভুত ভাবে তাঁদের সাহায্য সর্বদাই এসে যায় একটু চিন্তা করতে না করতেই। যাহোক প্রেমাশীষ তো আমার ব্যাগ বয়ে নিয়ে অনেক আগেই চলে গেছে; জয়া, বিজয়া খানিক পেছনে এবং সব প্যাসেঞ্জারের পেছনে আমি চলেছি কচ্ছপের গতিতে। সকাল তখন দশটা বেজে গেছে নেহাৎ একটু মেঘলা ভাব থাকাতে এবং সূর্য্যদেব তার প্রখর তেজ বর্ষণ না করাতে আমি ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে পারলাম অতটা দূরত্ব, নতুবা খুবই অসুবিধায় পড়তে হতো। যাহোক Heli-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

copterএ তো উঠলাম, একটা নূতন অভিজ্ঞতা হলো। সকলের শেষে এসেছিলাম বলে কিনা জানিনা, সামনের সীটেই জায়গা পেলাম crew cabin এর পরেই। পাশের জানালার দিকে একটি নাগাল্যাণ্ডের মেয়ে বসেছিল। Crew cabinএ কোন দরজা ছিল না, তাই pilot ও তার ২জন সহকর্মীকে পুরোই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাঁচের জানালাগুলোতে পরদা দেওয়া ছিল, সরিয়ে দিলে তাই বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিলো—আশে, পাশে, নীচে। সাড়ে দশটার সময় আমাদের pilot তার মেসিন চালু করল। বিশাল বিশাল চারটে fanএর যত হাত তার শব্দ করে ঘুরতে আরম্ভ করল এবং সে একটু একটু করে speed বাড়াতে লাগল ও মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগলো। নীচে গৌহাটী সহরও আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগলো, আমরা প্রায় পুরোপুরিই আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। কিছু পরেই আবার আমাদের Helicopter আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের বদলে ভূটানের উপর দিয়ে short cut করে চলা সুরু করল। প্লেন যেমন একটু বাদেই অনেকটা উপরে উঠে যায়, যখন আর নীচের কোন কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না, শুধুই মাঝে মাঝে কিছু মেঘ দেখা যায় আবার আরও বেশী ওপরে উঠলে তাও দেখা যায় না প্রায়, helicopter দেখলাম কখনই ততটা উপরে ওঠে না। আগাগোড়া সর্ব্বদাই নীচের সব পাহাড় এবং তার মাথার বা সর্ব্বাঙ্গের সব গাছপালা, নীচের নদীনালা এমনকি পাহাড়ের গায়ের বাড়ীঘর, রাস্তা সবই প্রায় দেখা যেতে লাগলো। যেখানে খানিকটা জায়গা হয়ত সমতল রয়েছে, সেখানে তো বাড়ীর ছাদগুলো প্রায় সূর্য্যের আলোতে রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ছাদগুলো ওরা বোধহয় টিনের করে নতুবা এত ঝক্‌ঝক্ করার কথা নয়। তবে বেশীর ভাগই পাহাড় অরে বিশাল বিশাল গাছ—চারিদিকে সবুজের সমারোহ মাঝে মাঝেই pilot ঘটাং ঘটাং করে তার steering ঘুড়িয়ে helicopter এর দিক বদল করছিলেন। যেদিকেই তাকাই শুধুই সবুজ, যেন চোখ জুড়িয়ে যায়, আমাদের এখানকার মত "ইটের পর ইট মাঝে মানুষ কীট" নয়। ওখানে সবুজের মাঝখানে মাঝে মধ্যে ছড়ানো ছেটানো কখনো বাড়ী, সবুজের মাঝে ওরাই যেন হঠাৎ করে জবর দখল করেছে। আমাদের helicopter কে মাঝে একবার খুব জলভরা মেঘ বা বৃষ্টির মাঝে পড়তে হয়েছিল—দেখছিলাম পাশে কাঁচের জানালার গা বেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়ছে—আর pilot খুব জোরে জোরে তার steering ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই মেঘ বা বৃষ্টিটা পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিছুই তো দেখা যাচ্ছিল না—মেঘ তো একেবারে solid দেওয়ালের মত সামনে সব কিছু আড়াল করে রেখেছিল। পাহাড়ের মাথাগুলো তো সব জায়গায় খুব নীচে নয়, লেগে গেলেই তো হয়ে গেল আমাদের অবশ্যি এই রকম পরিস্থিতিতে বেশী সময় থাকতে হয়নি। অল্প বাদেই (১০/১৫ মিনিট) সেই বৃষ্টি ভরা কালো মেঘ পেরিয়ে আসা গেল, জানালার বাইরে কাঁচের গায়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়াও বন্ধ হলো, আবারও সূর্য্যের আলোতে চারিদিকের গাছপালা পাহাড়, ছড়ানো ছেটানো বাড়ীঘর ও পাহাড়ের ধারে ধারে গাড়ীর রাস্তা পাহাড়ের গলায় যজ্ঞোপাবীতের মত জেগে উঠল। খানিক বাদে ১১-৩০/৪০ এর মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের helicopter আমাদের অরুণাচলের highest peak এর helipad এ পৌঁছে দিল। ছোট্ট একটা সমতল ভূমি, চারিদিকে পাহাড়ের মাঝখানে যেন একটা ছোট্ট football গ্রাউণ্ড একধারে একটা ছোট্ট দালান রয়েছে, যেখানে যাত্রীরা অপেক্ষা করেন এবং অরুণাচল সরকারের বা helicopter যারা চালাচ্ছেন তাদের কর্মীরা আছেন যারা টিকিট দেওয়া বা boarding pass সব issue করেন এবং যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা দেখাশোনা করেন। একটাই মাঝারী সাইজের ঘর, তাতে কিছু সোফা রয়েছে যাত্রীদের বসবার জন্য, আর রয়েছে একটা বাথরুম Helicopter এর চালকগণও এখানেই এসে বসে চা খেয়ে আবার নূতন প্যাসেঞ্জার নিয়ে গৌহাটীর দিকে রওনা হয়ে যান আধঘণ্টা বাদেই। আমাদের সঙ্গে যেসব যাত্রীরা এসেছিলেন তাদের সকলকে নিতেই গাড়ী এসেছিল তাই তারা সবাই চলে গেলেন। আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, তাকে নিতেও গাড়ী এসেছিল, সেও Twang রওনা হয়ে চলে গেল, ওর সাথে আমি একটু আলাপ করেছিলাম, মেয়েটি মণিপুরের। আমাদের guest house থেকে কোন গাড়ী আসেনি, তাই শুধু আমরা আটকে রইলাম সেই waiting room এ। ওখানকার caretaker বারে বারে Guest house এ ফোন করার পর একটা Tata Sumo গাড়ী এলে আমরা খানিকটা দূরে সহরে Guest house এ গেলাম। ১৫/২০ মিনিট লাগলো আমাদের পৌঁছাতে Guest houseটা দোতালা, ওরা আমাদের একতলার ঘর দিতে চাইছিলো আমার বয়স বেশী বলে। কিন্তু একতলায় সব toilet Indian type বলে আমরা দোতালায় ঘর নিলাম। সবাই একতলায় dining hall এ খেতে যায়, কিন্তু আমার বারে বারে নামাওঠা কষ্টকর বলে আমাদের সব খাবারই ওরা আমাদের ঘরেই পৌঁছে দিত। আমিই ওদের তিন ভাইবোনকে খাবার পরিবেশন করে খেতাম খাওয়া তো খুবই সাধারণ —সাধারণ লোকাল আতপ চালের ভাত, একটু ডাল আর কোনরকম একটা সবজী, যার বেশীর ভাগটাই আলু আর একটু আচার, আর কিছুটা কাটা কাঁচা পেঁয়াজ, শশা ও মাঝে মধ্যে ২/১ টুকরো টমেটো। ঐ ১০,০০০ ফুট উঁচুতে তো কিছুই হয়না—সবই নীচে থেকে ট্রাকে করে পাহাড়ী দুর্গম পথে আসে। খেতে খেতে আমি ভাবতাম, কি গরীব দেশ, কি খায় এরা, কি-ই বা আছে? সারা বছর অপেক্ষা করে আছে কখন বাইরে থেকে লোকজন আসবে ওদের দেশে তখন ওদের একটু জিনিস পত্র বেচা-কেনা হবে. টুরিষ্ট লজের কর্মীদেরও একটু কাজকর্ম হবে, একটু বক্শিস্ একটু বাড়তি পয়সা আমদানী হবে। আমাদের এখানে কত রকমের খাবার, আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা কত জিনিস খাচ্ছে, ফেলছে, অপচয় করছে, এটা খাবোনা, ওটা খাবোনা করছে আর ওদের ছেলেমেয়েরা সামান্য ডাল ভাত বা একটু রুটি আচার বা পেঁয়াজই হয়ত পেট ভরে খেতে পায় না। পরিশ্রম তো কতই করতে হয় কারণ রাস্তাতো কোথাও সমতল নয়, সর্ব্বদাই ওপরে ওঠা বা নামা করতে হচ্ছে দোকান যাও, বাজার যাও, স্কুলে যাও বা office যাও সবই সেই ওঠা নামার ব্যাপার। আমাদের guest house এর পাশেই State Bank of India ছিল, আমার ঘরের পেছন দিককার বারান্দায় দাঁড়ালে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওদের office এবং A.T.M. এর পেছন দিকটা দেখতে পেতাম। দোতালায় office ছিল আর একতলায় মনে হত বোধহয় কোয়ার্টার। একটু দূরে একটা ছেলেদের স্কুলও দেখতে পেতাম। Compound এ সব uniform পড়া ছেলেরা খেলাধুলা করছে। পেছনের বারান্দা থেকে একটা বেশ বড় রাস্তা দেখা যেত, গাড়ী যেত অনেকই। রাস্তার পাশে একটা বাড়ীর ছাদে ছেলেমেয়েরা দেখতাম জামা কাপড় শুকোতে দিচ্ছে বা তুলছে, আবার ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাও করছে। একতলায় জানিনা দোকান ঘর ছিল নাকি কোন রেশন দোকান ছিল সকালের দিকে কখনও বেশ লোকের লাইন দেখা যেত। যেদিন পৌঁছেছিলাম সেদিন তো আমাদের খেতে খেতে বেশ দেরী হয়ে গেল—তাই খানিকবাদেই বিকেল সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমার তো সেদিন আর কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, জয়া, বিজয়াও কোথাও গেল না। প্রেমাশীষের তো অফুরন্ত energy, সে যে ডাক্তার। সে বেড়িয়ে হেঁটে হেঁটে দোকান বাজার ঘুরে এলো খানিক এবং কিছু বিস্কুট, চানাচুড় ও মুড়ি কিনে নিয়ে এলো। দশ হাজার ফুট উঁচুতে ভালই ঠাণ্ডা ছিল—বিছানায় বেশ মোটা লেপ ও বড় সিন্থেটিক কম্বল ছিল রাত্রে গায়ে দেবার জন্য। আমি অবশ্যি লেপটা পায়ের পাশে রেখে দিয়েছিলাম আর কম্বলটা খানিকটা খুলে পা থেকে কোমড় পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়েছিলাম। ঠণ্ডা জায়গায় দরজা জানালা কেউই সাধারণতঃ খুলে শোয় না, আমরাও শুতাম না, কিন্তু বন্ধ ঘরে শোওয়া আমার একেবারেই অভ্যেস নেই—কষ্ট হয় কেমন দম বন্ধ ভাব লাগে, গরম লাগে। ওখানেও তাই লাগছিল, বিশেষ করে রাত্রে বাথরুমে গেলে, ফিরে এসে আমার যেন বেশ কষ্ট লাগত। ঘুম তো ভালো করে হতোই না, খুব disturbed হতো—একবার গরম লাগত তখন হয়ত কম্বল নামিয়ে দিতাম, আবার হয়ত ঠাণ্ডা লাগত তখন কম্বল বুক পর্য্যন্ত তুলে দিতাম। জয়া দেখতাম সোয়েটার সমেতই ঐ লেপ কম্বল গায়ে দিয়েই শুতো।

(ক্রমশঃ)

Satya Sangha New Delhi Chapter

IN CASE ANY BHAKTA OF SADHUBABA IS IN AND AROUND DELHI, KINDLY CONTACT ANY OF THE FOLLOWING PHONE NUMBERS:

26349989, 9810124841 ; 9891722911 ; 9811090687

In Loving Memory of

MRS. & DR. MANINDRA CHANDRA DUTTA

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতের শাশ্বত কথা

শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মহাভারতের শান্তিপর্বে, অনুশাসন পর্বে, পিতামহ ভীষ্ম এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে নানান্ কথাবার্ত্তার ফাঁকে আমরা বেশ কিছু সামাজিক চলচিত্র দেখতে পাই, যা সেকেলে তো নয়ই বরং আমাদের চারপাশের অতি পরিচিত মানুষ জনের ব্যবহার, বলা ভাল আদব কায়দা ভাল মতোই ফুটে ওঠে এই কথাবার্তায় যেমন যুধিষ্ঠির আছেন, পিতামহ আছেন তেমনি প্রখর বাস্তববাদী বিদুরও রয়েছেন এই ত্রয়ীর দিক্ দর্শনে যে চালচিত্র, সমাজ পরিচয় পাই তা নিয়ে বিশাল এক নিবন্ধ রচে দেওয়া যায়। সে প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের জন্য রইল, পরে নিশ্চয় লেখা যাবে, এই সংখ্যায় দু'একটি নমুনা আপাততঃ দেওয়া গেল। ব্যাপার স্যাপার যতটা লঘু করে লেখার চেষ্টা হচ্ছে—নিবিষ্ট পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারবেন আসলে তা মোটেই লঘু তো নয়, মজা লাগলেও অতীব সিরিয়াস যা রীতিমত ভাবায়। আর ছবিগুলি এতটাই আমাদের পরিচিত, সন্দেহ লাগে দীর্ঘদর্শী ব্যাসকবি একালের সমাজ চিত্রই বুঝি রচনা করেছেন সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে। আসলে বর্তমান কালের মোহকলিল আত্মরতির দিনে যে ছবি প্রায়শই আমরা দেখতে পাই তা আগেও যেমন ছিল, আজও রয়েছে এবং রয়েছে বেশ গভীর মাত্রায়।

গভীরতর এই অর্থেই বলছি কারণ আমি মাত্র দু'এক ধরণের এর উদাহরণ এই ছোট রচনায় তুলছি যার তুলনা প্রতি তুলনা পাঠককুল আরো অনেক বিশদ ভাবেই জানেন চেনেন এবং রাতদিন তাদের মোলাকাত করেই চলেছেন। এই যেমন ধরুণ না কেন, আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই আছেন, কেবল আছেনই নয় রীতিমত জাঁকিয়ে রয়েছেন। প্রখ্যাত সংস্থায়, বিদ্যাস্থানে ভালমতোই পদ আঁকড়ে, চেয়ার জুড়ে বসেও রয়েছেন। এঁদের সম্পর্কে বিদুর একটা জুঁত সই বিশেষণ দিয়েছেন--অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধঃ— যে পদ জুড়ে রয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা মোটেও নেই অথচ হামবড়া ভাবটি ষোলআনা।

এঁরা শাসক কুলের বেশ পছন্দের বা যে কোন ভাবেই হোক্ শাসক কর্তাকে ম্যানেজ করে পদটি জুটিয়েছেন। তাঁরা তালভাল প্রতিষ্ঠানের বেশ গদী আটা চেয়ারটি দখল করে নিয়েছেন ঐ একটি মাত্র গুণে যদিও সেই পদটির জন্য তার যে বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন ছিল তা বিন্দুমাত্রও নেই। আর সে জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও লজ্জিতও নন্ উল্টে ঐ পদের সব মহিমা আত্মসাৎ করে নিজেকে সর্বত্র জাহির করে বেড়াচ্ছেন। বিদুর নিজের ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভার সদস্যদের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন, আপনি গুরুত্বপূর্ণ পদে, এমন সব মানুষদের রেখেছেন, যাঁরা সে বিষয়ে কিছুই জানেন না কিন্তু চালচলনে এমন এক উদ্ধত ভাব, যেন তারা আছেন বলেই পদটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বেশ কয়জন কোন কাজ না করেই ফোকটে পয়সা লুটে চলেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক পদের অপব্যবহার দু' রকমের হয়ে থাকে। এক প্রভাব খাটিয়ে নানা-ভাবে টাকা পয়সা লোটা আর দ্বিতীয়টি টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পয়সা না লুটে কিংবা তেমন সুযোগ না থাকায় পদের প্রভাবে বিভিন্ন অন্যায় সুযোগ নেওয়া। একে তো যোগ্যতা না থাকায় শাসককুলের মোসাহেবি করে আরো যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে ডিঙিয়ে, অন্যায় উপায়ে তাদের বঞ্চিত করে ঐ পদটি কব্জা করেছেন তারপর সেই পদে মোতায়েন হয়ে প্রভাব বিস্তার করে নানান্ অন্যায় সুযোগ সুবিধা আদায় করে চলেছেন। এদের বিদুর সরাসরি বলেছেন—অর্থাংশ্চকর্মনা প্রেপ্সুঃ। অর্থাৎ কোন কাজ না করেই টাকাকড়ি, সুযোগ সুবিধে যারা আদায় করে।

আসলে যা পাবার নয় সেই বস্তু যখন মানুষ পেতে চায়, কিংবা যা নয় তাই যদি সেজে ভাণ করে, কিংবা যে পদের উপযুক্ত নয় তাই যদি দখল করে বসে অর্থাৎ যোগ্যতার বাইরের কোন বস্তুকে যদি সে অন্যায়ভাবে যে কোন প্রকারে অধিগত করে বসে, আবার নির্লজ্জের মতো তাই নিয়ে নিজেকে জাহির করে, তারা বস্তুতঃ যেমন ধূর্ত তেমনি অমানবিক। বিদুরের ভাষায়—অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ অর্থাৎ ঐ অন্যায় ভাব অধিগত করার জন্য অনুকূল বা প্রিয়জনকে 'পরিত্যজেৎ' — পরিত্যাগ — পরিহার করতেও ইতস্ততঃ করেন না। এমন স্বার্থপর নির্লজ্জ ইতর মানুষকে তিনি সোজাসুজি ঘৃণ্য' বলেছেন। এমন শ্রেণীর মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিদ্যাস্থানে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যতই পেখম মেলে বাহাদুরী করে বেড়াক না কেন বস্তুতঃ তারা ঘৃণ্য এবং পরিত্যজ্য। বিদুর এদেরকেই গণশত্রু আখ্যা দিয়েছেন।

এ যেমন এক শ্রেণীর মানুষের পরিচয় তেমনি আর এক শ্রেণীর মানুষের পরিচয় পাই মহাভারত সহ বিভিন্ন পুরাণে—সেটিও কম কৌতুহলোদ্দীপক নয়। এমন কিছু মানুষ সমাজে রয়েছেন যাদের চরিত্র চালুনীর মতো অজস্র ত্রুটি এবং দুর্নীতি তে ভরা। অথচ এই সব মানুষেরাই সমাজের কেউকেটা সেজে বসে আছেন, অন্যের দোষ গুণের বিচার করছেন, তাদের দণ্ড প্রদানও করছেন। ভাবখানা এমন তাদের ব্যক্তিগত দুর্নীতি, স্খলনের সংবাদ বুঝি কেউ জানে না। প্রতিপত্তির জোর খাটিয়ে নির্লজ্জের মতো 'গায়ে মানে না আপনি মোড়লের' ভূমিকায় জোর করে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিদুর এদের বলেছেন আত্মবচঃ স্তুতি শালিনঃ, বলেছেন—তমসাবৃতচেতসম্।

মহামতি অনন্তলাল ঠাকুর মহাশয় এ বিষয়ে প্রাচীন এক ইতিবৃত্ত শুনিয়েছিলেন। পাঠকদের কাছে তার খানিক পরিবেশন করলে বোধহয় মন্দ লাগবে না। প্রাচীন সময়ে পল্লীগ্রামে বসবাসকারী এক পরিবারের কর্তাটি ছিলেন অর্ধ শিক্ষিত পণ্ডিতম্মন্য। গ্রামের শাসক প্রভুকে নানান্ ভাবে খোসামোদ করে তিনি বেশ সুযোগ সুবিধে আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার জোরে অন্যায় ভাবে তিনি সমাজের বিভিন্ন জায়গায় সর্দ্দারি করে বেড়াতেন। যোগ্যতা না থাকলেও সর্বত্র প্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তার স্ত্রীর চরিত্রটি আরো চমৎকার। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে কি হয় না হয় সব ব্যাপারেই তিনি অতি উৎসাহী ছিলেন। কেউ ডাকুক না ডাকুক — কোথাও কোন গন্ধ পেলেই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবার আগে সেখানে উপস্থিত আর সব ব্যাপারে পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মোড়লী করে বেড়াতেন। মজার ব্যাপার হলো, মহিলার পিতা ছিলেন অতি মন্দ চরিত্রের। লোকের তাকো নিয়ে বেশ হাসি ঠাট্টা করতো আর আড়ালে 'রসিক কেষ্ট' বলে ডাকতো। মহিলার মার চরিত্রও ভাল ছিল না নিজের চেয়েও কম বয়সের একটি পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিতে গ্রামের শেষ প্রান্তের দীঘিতে শেষমেশ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে ঐ পরিবার অর্থাৎ কর্তা এবং গিন্নী অন্য গ্রামে এসে আস্তানা তৈরী করেন। তারা ভাবলেন, এখানে মানুষ জন তাদের পুরোনো পরিচয় তো জানে না, তাই তারা সেখানে স্বভাব মত গুছিয়ে মোড়লী শুরু করে দিলেন। কারো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ হোক্ কিংবা সাধারণ সাংসারিক মনোমালিন্য ঐ কর্ত কিংবা গিন্নী সেখানেই অনাহুতের মতো ঢুকে পড়বেনই। পাড়ার লোক এদের মোড়লীতে অতিষ্ঠ। অন্যের সংসারে পরামর্শ দেবার নাম করে, হিতৈষী সেজে—নানান্ উপায়ে অনিষ্ট সৃষ্টি করাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। পরশ্রীকাতর উদ্ধত কর্তা এবং তার গন্ধলোভী চালুনী বৃত্তিকার স্ত্রীর পরিণাম কি হয়েছিল সে কথাও প্রাচীন ইতিবৃত্তে চমৎকার বলা হয়েছে, সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক, লক্ষনীয় বিষয় হলো এমন চরিত্র আজো রয়েছে এবং আমাদের চার পাশেই এমন সব কতিবিদ্ আত্মবচঃ স্তুতিশালিনঃ মানুষেরা বেশ বহাল তবিয়তেই নির্লজ্জের মতো বিচরণ করছেন। আর তাদের ভাবখানা এমনই যে তাদের চালাকি কেউ ধরতে পারছে না। বস্তুতঃ প্রাজ্ঞ বিদুরের ভাষায় এরা অতি আত্মশ্লাঘী মহামূর্খ।

পিতামহ ভীষ্ম কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, মানুষ দেহদ্বারা তিন ধরণের, বাক্যদ্বারা চার প্রকার এবং মনের দ্বারা তিনটি সর্ব্বমোট—এই দশবিধ কর্ম অবশ্যই ত্যাগ করবে। কেবল কফ মল - মূত্র ত্যাগই নয়। প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ নিয়ম করে এই দশবিধ কর্ম ত্যাগ করতে না পারলে, সে কোন ভাবেই সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে না। এই দশটি কর্ম কি আমরা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

"আকাশের মত হোক হৃদয় উদার।
সলিলের মত কর সরল বিচার॥
বসুধার মত রহ সহ্যশক্তিমান।
হৃদয়ে ধারণ কর সত্যেরে মহান॥"

—শ্রীতারাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Meditation—the need for it

by

Dr. A. K. Bandyopadhyay

"Meditation" means the act or process of meditating. It is a kind of devotional exercise of contemplation. It involves a contemplative discourse, usually on a philosophical or religious matter. Meditation involves reflection or pondering or to plan or intend in the mind i. e. to contemplate in a sort of prayer. Meditation also stands for 'Yoga', especially 'Dhyana Yoga' or the 'yoga of contemplation', Meditation is meant to understand the meaning of life and to realise Truth. to understand and discriminate between the eternal and the non-eternal and to attain spiritual freedom. It involves detachment from the enjoyment of the fruits of action, worldly or heavenly. Man has animality and rationality both, and his constant effort is to transcend animality and to tread the spiritual path through rationality. Man has a body and spirit. His constant effort is to transcend the physical body and to achieve divine destiny. Man has also a mind — he can distinguish between rtght or wrong and his constant effort is to transcenbl the physical body and to achieve divine destiny. Man has also a mind—he can distinguish between right or wrong and his constant endeavour is to follow a righteous or spiritual path so that he can see the goal or objective of self-improvement and spiritual development.

For successful meditation we require strong and immense resolution and our efforts should not cease until we could find the ultimate truth by overcoming indolence and delusion. This requires patience, discipline and total concentration. Our final goal of existence is to achieve perfection and enlightement. Perfection is something of highest excellence, acme of achievement and self-development. Because of ignorance our mind remains obseured by delusion and the meaning of existence and non-existence, of birth and death. Ignorance arises beeause of lack of concentration on what is good and beneficlal instead of different distractions and departure from our 'true nature'. Meditation requires training of the mind and adherence to what is 'Supreme Truth.' There should be no wastage of our talents, distraction in 'endless activity' which is irrelevant to our gain of supreme knowledg and goal. Meditatton makes us free from our pride and prejudices, cares and concerns, possessions and non-possesions, suffering and non-suffering, ignorance and knowledge, wrong and right views, existence and non-existence. Through meditation we can get

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

over the evils of 'feelings, craving, grasping and becoming and other kinds of suffering as our innate tendency is towards distraction, and through meditation mind can be made one-pointed and it helps us to overcome 'suffering'. Through meditation we can discover our true nature. Meditation is 'the road to enlightenment.' Meditation helps us to transcend our cultural and religious differences. Meditation is a state free of all cares, concerns and anxieties. Meditation involves training and directing our minds to 'one-pointedness' of Truth. Meditation helps us to get rid of doubt and confusion and illusion. Meditation means disciplining the mind to 'one-pointedness.' Meditation 'trains' the mind to understand its functioning, but it does not subjugate or brainwash it. It helps us to tame the mind to make it more and more pliable. It helps to make the mind employ itself to its fullest and most beneficial end. Meditation helps us to know what we really are and to understand the whole of life and death. The stillness and silence of meditation give us a glimpse of our inner nature and prevents distraction of our minds. It helps to build up our integrated personality and we know what we really are. We develop and integrate with our inner lives and it brings peace and bliss. It ends ignoranee and brings about enlightenment, Meditation helps in bringing our mind 'home' and we get a feeling of release and relaxation.

Meditation means quiet sitting with still body and silent speech. Mind would be at peace and thoughts and emotions, which will rise, will come and go.

Mind can be concentrated in meditation when there is the right inner environment and we should follow a 'method' which is congenial to peace and calmness. Meditation requires a 'relaxed posture of the body' and there should be no feeling of discomfort or uneasiness.

In meditation we should sit cross-legged and the eyes should be kept open. Slowly a feeling of calmness of mind will come while sitting, and a clear insight will develop. While meditating we should keep a watch on our breathing which should be natural. Sometimes during meditation it is worthwhile to rest the mind on an object or image. There is no harm in reciting a 'Mantra' like 'Gayatri Mantra.'

During meditation all kinds of experiences, both good and bad, may occur. One may experience state of bliss, clarity or absence of thoughts which may indicate very good experiences and signs of progress in meditation and when one 'experiences bliss it is a also a very good sign. But such experiences are not 'realisation' by

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

themselves, but when we develop freedom from attachments we are on the way to self - realisation. There may also be negativc experiences but it may not cause any dismay. The realisation of the true nature of experiences will help us to develop our power of discrimination. In a way, negative experiences may become a source of great blessing. It will help us to know what to accept and what to discard. It is said that the real glory of meditation is in its continual living experience of presence, in its bliss, clarity, peace and complete absence of grasping (or attachment).

Meditation need not be a time-bound exercise. In the beginning there may be short sessions which may be extended and then gradually the time may be increased to the extent it suits an individual. It may vary from person to person. But regular practice is desirable, Meditation can also be a source of inspiration and slowly we shall attain bliss in our lives. Meditation is meant to elevate, cheer, illuminate and inspire our lives. Meditation will give us a taste of a higher noble life.

With best compliments from :

M/s. LEO CRAFT & INDUSTRIES

G-16, Bagha Jatin Pally, Ganguli Bagan P.O. Garia, Calcutta-700 084. Phone : 72-6669

Manufacturers & Designers of Anti-Pollution Safety Devices and Industrial Component

Specialist in Import Substitution.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিতামালা

সিদ্ধিদাতা বিনায়ক সম্পূজন

কবিরত্ন সুধীর গুপ্ত (প্রয়াত)

—১— মূষিক - বাহন গণেশের পুজা
অগ্রগণ্য, তাই
জনগণ যেন মিলিতই রয়
পূজনে সর্বদাই,
ইহাতেই হবে সহজেই ভবে
সাম্য - প্রতিষ্ঠাই।

—২— বিনায়কই মূলে দিব্য নায়ক—
সুবিধান করি' দান
সুসভ্যতারে সকল সময়ে
রাখে ভবে বহমান,
সুসংস্কৃতির-ও ক্রম - বিকাশের
নাহি হয় অবসান।

—৩— সহুঁশ মানুষ প্রত্যয়ী হ'যে
ঐশী লীলা-ই হেরে,
অলৌকিক-ই যে লৌকিকতারে
রহস্যে সদা ঘেরে,
ইহার তরে-ই দিব্য বোধি-ই
অগোচরে যায় বেড়ে।

—৪— সীমিত জীবন অসীমতা লভে
উপলব্ধির তরে,
অরূপ লীলা ই চিরদিন চলে
রূপে—রূপে চরাচরে,
আলোর যে যোগ বিরাজে নিয়ত
ঘরে আর অম্বরে।

—৫— শনির প্রকোপে গজ - মুণ্ডের
ধারক যে গজানন,
সর্ব - সিদ্ধি - দানের শকতি
রাখে যে হৃদয় - মন,
সিদ্ধি - লাভের তরে প্রয়োজন
গণেশ - সম্পূজন,
সহজ যে হয় ইহার তরেই
মানব - সম্মিলন,
সাম্য - সাধক ইহাই করে যে
মৈত্রী - বিবর্ধন।

ভাবের অঙ্কুর থেকে

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পৃথিবীর এককোণে পড়ে আছি এ্যাকা,
বহুকাল উজ্জীবন মনে। দুটো চোখে টলমল
সবুজ বিস্ময়। বৃক্ষ থেকে ফুল, ফল—
সময়ের স্রোতে শুধু দিন - রাত ছাখা।

মাঝে মাঝে সুখ আরো তরতাজা হয়—
কণ্ঠস্বরে ব্রতকথা স্নিগ্ধ করে প্রাণ
সুললিত কণ্ঠে ক্রমে ধ্রুবপদী গান
অন্তঃশীলা কলরোলে কতো মোহময়।

সত্তার একাত্ম বোধে, পৃথিবীতে কেউ এ্যাকা নয়।
জীবন দর্শনে দুটি মন এক হয়
চেতনার অস্তিত্ব প্রকাশে—
ভাবের অঙ্কুর থেকে, মহীরুহ নিত্য উঠে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন কি আর শুধুই যাপন

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

সুখটাকে সর্বস্ব মেনে ছুটছি কেবল, থামছি না,
ভোগের পাহাড় চূড়ায় বসে মনের ভুলেও নামছি না।
অল্প সুখে মন ভরে না, অনেক বেশি চাইছি তো,
আর কা'রও নয়, সুখ - দেবতার বন্দনা গান গাইছি তো।
কেবল আমি এবং আমার—এই ভাবনায় মগ্ন যে
এবং তা'তেই ফুরিয়ে ফেলি দিন বা রাতের লগ্ন যে।
অন্যে তা'তে কষ্ট পেলেও কেউ কা'রও ধার ধারছি না,
নিজের সুখের ভাগের থেকে সামান্য ভাগ ছাড়ছি না।
সুখের ধ্যানে, সুখের জ্ঞানে আমরা কেবল মত্ত গো,
বেঠিক জেনেও যা মিথ্যা তা'র মানছি আনুগত্য গো।
পাপ - পুণ্যের ধার ধারিনা, ইচ্ছা মত চলছি তো,
ন্যায়ের অনুশাসনগুলো গর্বে দু-পায় দলছি তো।
দূষণটাকে ভূষণ ভেবে ধ্বংসের বীজ বুনছি যে,
সৃষ্টির সুর সরিয়ে রেখে বে-সুরো গান শুনছি যে।
অহংবোধে মন ভরেছি, তাই তো কিছু মানছি না,
তা'তেই পতন আসন্ন যে, তা তো জেনেও জানছি না।
লাভেই চতুর্বর্গ খুঁজি, মগ্ন যে যার স্বার্থতে,
তাই অর্থই প্রাধান্য পায়, ব্যর্থ পরমার্থতে।
আনন্দ নয়, আমোদ খুঁজি, শান্তি ছেড়ে সুখকে চাই,
নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাই।
জীবন কি আর শুধুই যাপন? শুধুই উপভোগ্য তা?
রাখতে হবে ভোগ - বৃত্তের বাইরে আসার যোগ্যতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ড. অভিনব গুপ্ত

ত্রেতা যুগে দাশরথি ;
দ্বাপরে যশোদানিধি ;
কলিযুগে আসেন বিধি,
রামকৃষ্ণ রূপে।

লীলা বোঝা বড়ো ভার !
যুগে যুগে অবতার,
আবির্ভাবে এ সংসার
পালেন চুপে - চুপে।

কখনও সুতীক্ষ্ণ বাণে—দনুজ দলন ;
কখনও সারথি হয়ে—ধর্ম্মস্থাপন ;
অশিবকে বিনাশিতে—শ্যামা আরাধন ;
ভিন্ন ভিন্ন ভেবে মোরা রহি অন্ধকূপে।

শ্রীরাম প্রাণারাম !
কৃষ্ণস্তু ভগবান !
শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ !
এ - ভব তরিতে।

শিশুভারতী

'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ জয় শ্রীমাসারদা'

যূথিকা সিন্‌হা

জয় রামকৃষ্ণ নমি
ধন্য হোল ধরাভূমি
তুমি এলে করুণাসাগর
ক্ষুদিরাম তব পিতা
চন্দ্রমণি তব মাতা
তব নাম হয় গদাধর
ভার্য্যা তব মা সারদা
ভক্তি নম্র চিত্ত সদা
আর্ত্তের করে দুঃখ মোচন
মাতা তিনি জগতের
পাপী তাপী সকলের
করুণায় বিগলিত প্রাণ।
জয়রাম বাটী হয়
মা সারদা পিত্রালয়
জননীর জনম সেথায়।

জনমিল শ্রীঠাকুর
গ্রাম কামারপুকুর
সেখানেই তাহার আলয়।
আসিলে দক্ষিণেশ্বরে
মাতৃপূজা করিবারে
মা ভবতারিণীর মন্দিরে।
কত জনে মন্ত্র দিলে
কত পাপী উদ্ধারিলে।
পদাম্বুজে ঠাঁই দিও মোরে
রামকৃষ্ণ মা সারদা
তোমাদের পদে সদা
ভক্তি যেন রহে অবিরত
মনের মাঝারে স্মরি
চরণে প্রণাম করি
হৃদি মাঝে রহ জাগ্রত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ গল্পে বীরবল ॥

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত, (সাহিত্যভারতী)

॥ পয়লা নম্বর ॥

বুদ্ধিমান লোকও মাঝে-মধ্যে বোকার মত কাজ করে ফেলে। আকবর বাদশাও একদিন তেমন একটা কাজ করে ফেলেছিলেন।

বাদশার ঘোড়া কেনার সখ ছিল প্রবল। ভালো জাতের ঘোড়া পেলে তিনি সেটা না কিনে ছাড়তেন না।

একবার এক অশ্ব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বাদশা একটা ভালো জাতের ঘোড়া কিনলেন এবং ঐ জাতের মাদী ঘোড়া কিনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ঘোড়া ব্যবসায়ী বললে - আমার সঙ্গে বর্ত্তমানে মাদী ঘোড়া নেই। তবে, অগ্রিম পেলে এনে দিতে পারি।

বাদশা অগ্রিম স্বরূপ ব্যবসায়ীকে এক থলে মোহর দিলেন। মোহর নিয়ে ব্যবসায়ী চলে গেল।

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট দিন অতিক্রম করে আরও কয়েক মাস গত হয়ে গেল কিন্তু ব্যবসায়ী আর এল না। বাদশা বুঝতে পারলেন ঘোড়া ব্যবসায়ী আর আসবে না।

কথাটা বীরবল জানতে পারলো কিন্তু বাদশাকে মুখ ফুটে কিছুই বললো না।

কয়েকদিন পরে বাদশা বীরবলকে বললেন —বীরবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্যের মূর্খদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দাও।

বীরবল যথাসম্ভব সত্বর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাদশার হাতে তুলে দিল। তালিকা খুলে বাদশা সবিস্ময়ে দেখেন, তালিকায় তাঁর নাম সবার প্রথম লেখা রয়েছে।

বাদশা ভীষণ রেগে বললেন বীরবল, তুমি দিন দিন সাহসের মাত্রা অতিক্রম করে চলেছ। তুমি আমাকে পয়লা নম্বর মূর্খ বানিয়েছ?

জাঁহাপনা, রাগ করবেন না। আগে আমার কথা শুনুন, তারপর যা বলার বলবেন। আপনি হলেন দেশের প্রধান। দেশের প্রধান যদি একজন অপরিচিত লোককে তার কথামত অগ্রিম অর্থ দিতে পারেন, তাহলে তাকে কত নম্বরে রাখা যায় বলুন? বীরবল সবিনয়ে বলে।

কিন্তু সে তো ঘোড়া নিয়ে আসতে পারে। বাদশা বললেন।

বীরবল মৃদু হেসে বললে, —এর পরেও যদি সে ফিরে আসে তাহলে আপনার নামটা কেটে সেখানে তার নাম লিখে দেব।

তারপর আপনি যে শাস্তি দেবেন, তাই মাথা পেতে নেবো।

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারানো সাথী

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত ড. শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ২২শে জানুয়ারী, ২০১০ শুক্রবার তারাচরণ লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত ৺রাধিকারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা অনসূয়া ভট্টাচার্য্য বিগত ২২শে জানুয়ারী, শুক্রবার অষ্ট্রেলিয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত ৺নরেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তীর সহধর্মিণী মায়া চক্রবর্তী বিগত ৩০শে জানুয়ারী, ২০১০ শনিবার সন্ধ্যায় তারাচরণ লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

বিশেষ সংবাদ

প্রয়াত কেদারেশ্বর দাশগুপ্তের স্মরণে একটি P C (Scanner ও Printer সহ) তারাচরণ সত্যসঙ্ঘকে দান করা হইয়াছে। দানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানাই এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে দাতা ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঠের সংবাদ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা :—বিগত ২০শে জানুয়ারী ২০১০ বুধবার কলিকাতা শ্রীতারামঠে যথাবিহিত আড়ম্বর সহকারে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়। পূজান্তে তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীসহ সমবেত ভক্তবৃন্দ খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রবিবাসরীয় সভা :—

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথ ক্রমে ৫, ১২, ১৯ ও ২৬ তারিখে।

৫-৭-২০০৯ : বিষয়—"সন্তোষ পরম ধন"। সভাপতি—শ্রীরামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীসুনীল রাহা, ড. অরূপ মিত্র ও শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১২-৭-২০০৯ : বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুবাবা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী। সঙ্ঘসাথী থেকে পাঠ—ডঃ সুনন্দা সান্যাল। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৯-৭-২০০৯ : বিষয়—"গুরুর পূজা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। সঙ্গীত—শ্রীঅভয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউত্তম অধিকারী ও শ্রীমতী মাধুরী সুধা চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৬-৭-২০০৯ : বিষয়—"সাধুর ঐশ্বর্য্য"। সভাপতি ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথন ও শ্রীমতী মাধুরী সুধা চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

"হেমবরণী গণেশ জননী, তরাও অবনী উমা।
মহিষমর্দিনী শিবের ঘরণী পতিত পাবনী শ্যামা।
দুর্গা দুর্গা বল মুখে এ জনম যাইবে সুখে।
কর সবে দুর্গা নাম পাবে তব মোক্ষ-ধাম।
দুর্গা নাম বারে বার জীবলোকে উদ্ধার॥"

—শ্রীতারাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের

ও

সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সরসীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিত

নিবেদক

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ

দূরভাষ :—

২৬৩৪৯৯৮৯, ৯৮১০১২৪৮৪১, ৯৮৯১৭২২৯১১, ৯৮১১০৯০৬৮৭

"এই যে আমাদের মহা চঞ্চল মন, একে স্থিরভাবে রাখতে পারা বড়ই কঠিন। অঙ্কুশ যেমন মত্ত হস্তীকে দমন করে, সংযম তেমনিই মনকে দমন করার অস্ত্র। এই সংযম বলতে ব্রহ্মচর্য্যকে বুঝায়।"

—শ্রীতারাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

15th FEBRUARY—2010

সজ্ঞসাধী মাঘ ১৪১৬

REGISTERED KOL RMS/190/2010-2012

R. N. I. No. 2677/57

ভাবসিন্ধু ৺নির্ম্মল চন্দ্র বড়ুয়া রচিত—

১। সাধনার আলো (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
২। শ্রীশ্রীমা অরণ্যকুমারী (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
৩। অমৃত পরশ ৫ টাকা
৪। স্মরণ ৪ টাকা
৫। শ্রীপদ ছায়ায় ২০ টাকা
৬। প্রাণের ঠাকুর ২২ টাকা
৭। চিরসাথী হে অমৃতময় ১২ টাকা
৮। শ্রীশ্রীতারাচরণ কাব্যসম্ভার (আদি পর্ব) ১০ টাকা
৯। ঐ (মধ্য পর্ব) ১৬ টাকা
১০। স্মৃতির আলোয় সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ২০ টাকা
১১। The Message of Sri Sri Sadhubaba Taracharan Paramahansa ১ টাকা
১২। অমোঘ আহ্বান ৫ টাকা

শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

R. R. BANERJEA, B.Sc.

Sri Sri Sadhu Taracharan Paramahansadev— Rs. 10.00

প্রেমনিধি ৺উপেন্দ্রনাথ ঘটক রচিত—

শ্রীশ্রীমাতাজীর তীর্থ ভ্রমণ ৫.০০

৺অনিলবরণ চৌধুরী রচিত—

১। সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস (৩য় সং) ১৫.০০
২। সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ৫.০০
৩। শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (গীতি আলেখ্য) ২.০০
৪। তুষার-তীর্থে (২য় সং) ১০.০০

৺বীরেন্দ্র নাথ ঘটক রচিত—

অমৃত লহরী (১ম খণ্ড) ৪.০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৩.৫০

ব্রহ্মানন্দ ৺ব্রহ্মনাথ সুর রচিত—

দেব-সন্নিধানে (২য় সং) ১৫.০০

৺ব্রজেন্দ্র লাল কানুনগো প্রণীত—

সাধু তারাচরণ (২য় সং) ৫.০০

৺যামিনীকান্ত সেন প্রণীত—

সদ্গীতা (২য় সংস্করণ) ৫.০০

৺শচীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত—

সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী (দ্বিতীয় সং) ২.০০

৺কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—

রত্নাবলী (২য় সংস্করণ) ১০.০০

শ্রীসুনীল রাহা রচিত—

সবার মা সাধুমা ১০.০০

Late DR. DINESH CHANDRA SEN, D.Sc., P.R.S.

Sadhubaba Sri Sri Taracharan Paramhansadev & Sadhuma Sri Sri Aranya Kumari Devi— Voluntary Donation Rs. 5/-

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (হিন্দী)—শ্রীজয়দেব নারায়ণ সাহী মূল্য—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীতারামঠ, ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তারাচরণ সঙ্ঘসঙ্ঘের পক্ষে 'সজ্ঞসাধী মুদ্রণ', ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সজ্ঞসাধী কার্যালয় : ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ Tel. No.2464-2099

Mob : No. 9748955894

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi